আমার সাথী



ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড ঢাকা

মোহাম্মদ হানিফ
রোল নং - ৭
দ্বিতীয় শ্রেনী
দক্ষিন আধুনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম পাকিস্তান

আমার সাথী

[দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য]

রচনায়—

মুহাম্মাদ মা'কসুদ আলি

এসিস্‌টেণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট পি. টি. ইনষ্টিটিউট

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা

মুহম্মাদ নূরুল ইসলাম

সুপারিনটেনডেণ্ট পি. টি. ইনষ্টিটিউট

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা

নূর আহম্মদ খাঁ

এসিস্‌টেণ্ট হেডমাস্টার, জিলা স্কুল, কুমিল্লা

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ মুহায়্যাদ্‌দীন

ডেপুটি ডিরেক্টার

এডুকেশন এক্সটেনশন সেণ্টার

ইস্ট-পাকিস্তান ঢাকা

ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্‌স্ট বুক বোর্ড

ঢাকা

ঈস্ট-পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৬২

১৯৬৩ সনের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চল্লিশ
হাজার পুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত
পরিবেশক—

মডার্ণ বুক হাউস
৫নং পাটুয়াটুলি, ঢাকা—১

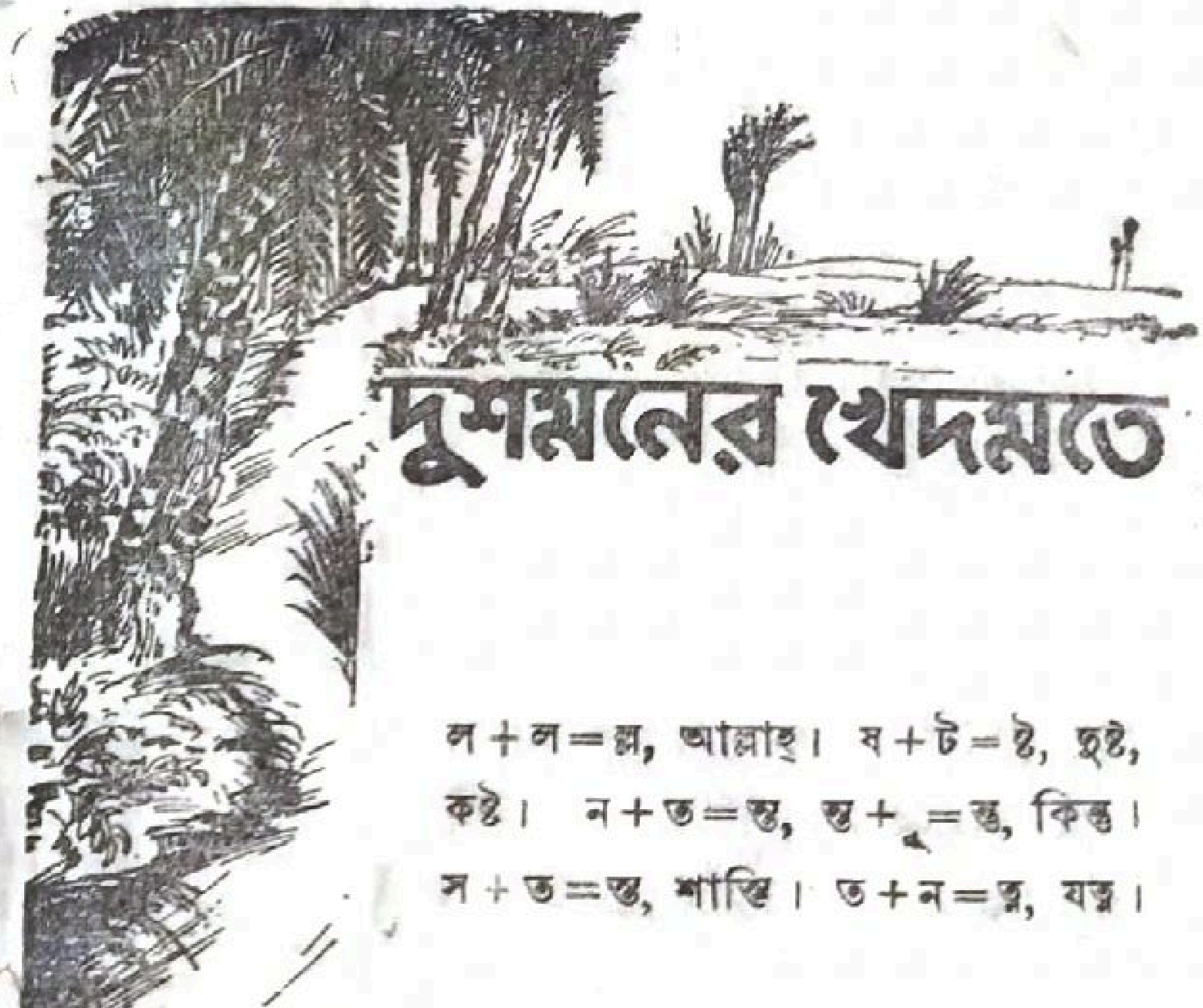
মূল্যঃ ·৭৭ পয়সা মাত্র

ছেপেছেন —
মিঃ মুজাফ্ফর আলী, বি, এ, বি, টি
মডার্ণ পাবলিশিং প্রেস
২২নং লাল চান মকিম লেন
নবাবপুর রোড, ঢাকা—১

সূচীপত্র

গদ্য

পদ্য



দুশমনের খেদমতে

ল+ল=ল্ল, আল্লাহ্। ষ+ট=ষ্ট, দুষ্ট, কষ্ট। ন+ত=ন্ত, ন্ত+ ু=ন্তু, কিন্তু। স+ত=স্ত, শাস্তি। ত+ন=ত্ন, যত্ন।

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। আরবের লোকেরা তখন আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা আল্লার এবাদত করিত না। তাহারা কেবলই ঝগড়া বিবাদ করিত এবং খারাপ কাজ করিত। এমন কি মেয়ে-শিশুকে জীবিত কবর দিত।

আমাদের নবীর **জন্ম** হইয়াছিল আরব দেশে। তিনি তাঁহার দেশের লোককে আল্লার পথে ।কিলেন এবং ভাল ভাবে চলিতে উপদেশ দিলেন। অনেকে তাঁহার পদেশ শুনিয়া ভাল হইল। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাঁহার কথা মানিল না। তাঁহাকে নানা ভাবে কষ্ট দিতে লাগিল।

এক দুষ্ট বুড়ী। সেও নবীর পিছনে লাগিল। সে কেবলই ভাবিত কি ভাবে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া যায়। সে বড় বড় কাঁটা খুঁজিয়া আনিত, আর নবী যে পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেন সে পথে কাঁটাগুলি ছড়াইয়া রাখিত। নবীর পায়ে কাঁটা ফুটিত। তিনি বড় কষ্ট পাইতেন। বুড়ী দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিত, আর খিল খিল করিয়া হাসিত। নবী তাহাকে চিনিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না।

একদিন নবী দেখিলেন তাঁহার পথে কাঁটা নাই। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন বুড়ীও নাই মনে মনে ভাবিলেন, "তবে কি বুড়ীর অসুখ হইয়াছে?"

তিনি বুড়ীর বাড়ীতে গেলেন। বুড়ীর ঠিকই অসুখ। বুড়ী নবীকে দেখিয়াই ভাবিল, নবী আজ তাহাকে শাস্তি

না দিয়া ছাড়িবেন না। নবী কিন্তু বুড়ীকে একটি কটু কথাও বলিলেন না। তিনি বুড়ীর যত্ন করিতে লাগিলেন। বুড়ী ভাল হইয়া উঠিল। এবার সে বুঝিল, নবী কত বড়, কত ভাল। সে নবীর কাছে মাফ চাহিল এবং পাপের পথ ছাড়িয়া ভাল পথ ধরিল।

শব্দার্থ

জীবিত - জ্যান্ত। নবী—এখানে হযরত মুহম্মদ (দঃ)। উপদেশ—পরামর্শ। কষ্ট—দুঃখ। কটু—কড়া। যত্ন—সেবা। পাপের পথ—খারাপ পথ।

অনুশীলনী

(ক) ১। অনেক—অনেক দিন আগে আরবের লোকেরা কেমন ছিল ?

২। নবী তাহাদিগকে কি করিতে বলিলেন ?

৩। দুষ্ট লোকেরা কি করিত ?

৪। বুড়ী পথে কাঁটা দিত কেন ?

৫। বুড়ীর অসুখ হইলে নবী কি করিলেন ?

৭। বুড়ী ভাল পথ ধরিল কেন ?

(খ) যে শব্দটি ঠিক নহে তাহা কাটিয়া দাও :—

১। নবীর পায়ে কাঁটা ফুটিলে বুড়ী কাঁদিত/হাসিত।

২। নবী বুড়ীকে কোন কটু / ভাল কথা বলিলেন না।

৩। বুড়ী ভাল/পাপের পথ ছাড়িল।

(গ) ডান দিক হইতে শব্দ আনিয়া খালি জায়গায় বসাও :—

১। দুষ্ট লোকেরা তাহার কথা···না।	মাফ
২। বুড়ী নবীর কাছে····চাহিল।	জীবিত
৩। তাহারা মেয়ে-শিশুকে···কবর দিত।	মানিল

মিনি

ন+দ=ন্দ, সুন্দর। হ+ব=হ্ব জিহ্বা। প+র=প+্র (র-ফলা)=প্র, প্রিয়, প্রথম। দ+র=দ+্র (র-ফলা)=দ্র, উপদ্রব। ত+য=ত+্য (য-ফলা)=ত্য, অত্যাচার

মিনির চেহারাটা ভারী সুন্দর। শরীরটাও বেশ নরম, তুলতুলে।

তোমরা হয়ত ভাবিয়াছ, মিনি একটি মেয়ের নাম। আসলে তা নয়। মিনি আমার ছোট বোন সুফিয়ার পোষা বিড়াল। সে শখ করিয়া ইহার নাম রাখিয়াছে মিনি।

সুফিয়া হেনাদের বাড়ী হইতে এই বিড়ালটি আনিয়াছিল। তখন সে ছিল খুব ছোট। এখন বেশ বড় হইয়াছে। তাহার গায়ের রঙ সাদা আর কালতে মিশান।

আমরা খাইতে বসিলে মিনি আমাদের কাছে আসে। সে লেজ উঁচু করিয়া, গোঁফ নাড়িয়া, আমাদের চারিদিকে ঘোরে আর ডাকে 'মিউ মিউ'। আমরা খাবার দেই, সে খায়। সে মাছ, গোশ্‌ত আর দুধ খাইতেই বেশী ভালবাসে। সুফিয়া রোজই তাহাকে এক পেয়ালা দুধ দেয়। সে জিহ্বা দিয়া চুক চুক করিয়া দুধ খায়। সুফিয়ার সঙ্গে মিনির বড় ভাব। চোখের একটু আড়ালে গেলেই সুফিয়া ডাকে 'মিনি—'। মিনি জওয়াব দেয়, 'মিউ'।

মিনি খুব আরাম প্রিয়। সুফিয়া যখন তাহার গায়ে হাত বুলায় তখন সে আরামে চোখ বুজিয়া গড়্ গড়্ শব্দ করিতে থাকে। রাত্রে সে নরম বিছানা ছাড়া শুইতে চায় না।

মিনি এখন পাকা শিকারী। এতদিন বাড়ীতে ইঁদুরের বড় উপদ্রব ছিল। এখন আর নাই। মিনি সব ইঁদুর মারিয়া ফেলিয়াছে।

মিনি ইঁদুর ধরিয়াই ইহাকে মারিয়া ফেলে না। ইঁদুর ধরিয়া কাছে রাখিয়া বসিয়া থাকে। ইঁদুর মরার মত পড়িয়া থাকে। মিনি ইহাকে পা দিয়া নাড়া দেয়। অমনি ইহা ছুটিয়া পলাইতে চায়। মিনি ইহাকে আবার

খপ করিয়া ধরিয়া ফেলে। এইভাবে কিছু সময় খেলা করার পর ইহাকে মারিয়া খায়।



মিনি আমাদের অনেক উপকার করে। মিনিই আমাদিগকে ইঁদুরের অত্যাচার হইতে বাঁচাইয়াছে। অনেক সময় সে ব্যাঙ এবং ছোট ছোট সাপও মারিয়া থাকে। তাই আমরা সকলেই তাহাকে খুব যত্ন করি।

শব্দার্থ

ভারী—খুব। পোষা—পালা। আরামপ্রিয়—যে আরাম ভালবাসে। উপদ্রব—অত্যাচার, উৎপাত।

অনুশীলনী

(ক) ১। সুফিয়ার বিড়ালটির নাম কি ?

২। সে বিড়ালটি কোথা হইতে আনিয়াছিল ?

৩। আমরা খাইতে বসিলে মিনি কি করে ?

৪। সে কি কি খাইতে বেশী পছন্দ করে ?

৫। মিনি কেমন জায়গায় শুইতে চায় ?

৬। আমাদের বাড়ীতে এখন ইঁদুর নাই কেন ?

৭। সে কি ভাবে ইঁদুর মারে ?

৮। ইঁদুর ছাড়া সে আর কি কি মারে ?

৯। আমরা মিনিকে যত্ন করি কেন ?

১০। তোমাদের বিড়াল আছে কি ? থাকিলে সেটি কেমন ও কি করে বল।

(খ) ঠিক ভাবে সাজাও :—

১। মিনি প্রিয় খুব আরাম।

২। শিকারী পাকা মিনি এখন।

৩। আমাদের করে উপকার মিনি অনেক।

(গ) কথা বানাও :—

নরম, পোষা, চোখের আড়াল, আরাম, অত্যাচার, উপকার, পাকা।

———

ফকির বাদশা

ঙ+গ=ঙ্গ, মঙ্গল। ক+র=ক+ (র-ফলা)=
ক্র, বিক্রয়। ন+ন=ন্ন, রান্না। ত+র=ত+
(র-ফলা)=ত্র=ত্র, মাত্র

দিল্লীর বাদশাহ্। নাম নাসির উদ্দীন। বাদশাহ্‌র টাকা পয়সার কোন শেষ নাই।

বাদশাহ্ হইলে কি হইবে? তিনি চলিতেন গরীবের মত। তাঁহার মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। তিনি ছিলেন যেমন দয়ালু তেমনি বিনয়ী। নিজের সুখের জন্য তিনি মোটেই ভাবিতেন না। তাঁহার শুধু চিন্তা কিসে প্রজাদের মঙ্গল হইবে, কিসে তাহারা সুখে থাকিবে।

তিনি নিজের হাতে কুর'আন নকল করিতেন এবং টুপি সেলাই করিতেন। আর এইগুলি বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহা দিয়া কোন রকমে

সংসার চালাইতেন। তিনি বলিতেন, "রাজকোষের ধন-দৌলত আমার নয়, প্রজাদের। কাজেই নিজের হাতে কাজ না করিলে খাইব কি ?"

তাঁহার ঘরে কোন দাস-দাসী ছিল না। তাঁহার বেগম নিজের হাতে রান্নাবাড়া, সব কাজ করিতেন। একদিন রাঁধিবার সময় বেগমের হাত পুড়িয়া গেল। বেগম বাদশাহ্‌র নিকট বলিলেন, 'আমাকে একজন দাসী রাখিয়া দিন।" বাদশাহ্‌ বলিলেন, "আমার টাকা পয়সা নাই, কি দিয়া দাসী রাখিব ?" বেগম বলিলেন, "আপনার এত টাকা পয়সা, তবুও বলিতেছেন টাকা পয়সা নাই ?" বাদশাহ্‌ জওয়াব দিলেন, "এই টাকা পয়সা, ধন-দৌলত সব প্রজাদের। আমি এ সবের পাহারাদার মাত্র। ইহা হইতে আমার নিজের সুখের জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে পারি না। যতদিন তোমার হাত ভাল না হয় ততদিন আমি নিজেই রাঁধিব।" বেগম খুশী হইয়া বলিলেন, "আপনার রাঁধিবার দরকার নাই, আমিই রাঁধিব।"

এত বড় বাদশাহ্‌ হইয়াও নাসিরউদ্দীন দরিদ্রের মত চলিতেন। তাই লোকে তাঁহাকে বলিত "ফকির বাদশাহ।

শব্দার্থ

বাদশাহ্—মুসলমান রাজা, সম্রাট। অহঙ্কার—গর্ব। দয়ালু -দয়াবান, যাহার দয়া আছে। বিনয়ী—নম্র। মঙ্গল—ভাল। বিক্রয় করিয়া -বেচিয়া। সংসার—পরিবার। অর্থ—টাকা পয়সা। দৌলত—ধন। দাস—চাকর। দাসী—চাকরাণী, বাঁদী। প্রজা -রায়ত, দেশের লোকজন। দরিদ্র—গরীব।

অনুশীলনী

(ক) ১। নাসিরউদ্দীন কে ছিলেন ?

২। তিনি কেমন লোক ছিলেন ?

৩। তিনি কি ভাবে নিজের সংসার চালাইতেন ?

৪। তাঁহার ঘরে রান্না-বাড়া কে করিতেন ?

৫। বেগম বাদশাহ্র কাছে কি চাহিলেন ?

৬। বাদশাহ্ কি জওয়াব দিলেন ?

৭। বাদশাহ্র জওয়াব শুনিয়া বেগম কি বলিলেন ?

৮। লোকে তাহাকে "ফকির বাদশাহ্" বলিত কেন ?

(খ) যে কথাটি ঠিক নয় তা কাটিয়া দাও :—

১। নাসিরউদ্দীন ছিলেন বড় দয়ালু / নির্দয়।

২। তিনি শুধু নিজের / প্রজার সুখের কথা ভাবিতেন।

৩। তিনি বলিতেন, "রাজকোষের ধন-দৌলত আমার /প্রজাদের।"

৪। বেগমের পা / হাত পুড়িয়া গেল।

৫। ফকির বাদশা ভিক্ষা করিতেন/দরিদ্রের মত চলিতেন।

কবুতর



ট+ট=ট্ট, ছোট্ট। চ+চ=চ্চ, বাচ্চা। ন+ধ=ন্ধ, বন্ধ; সন্ধ্যা। স+ক=স্ক, স্কুল।

মাহ্‌মুদের এক জোড়া কবুতর আছে। একটি লাল আর একটি সাদা। দেখিতে বড় সুন্দর।

ইহাদের জন্য মাহ্‌মুদ কাঠ দিয়া একটি ছোট বাসা তৈয়ার করিয়াছে। সন্ধ্যা হইলেই ইহারা বাসায় ঢোকে। মাহ্‌মুদ এক টুকরা কাঠ দিয়া বাসার দরজা বন্ধ করে; আবার সকালে সে দরজা খুলিয়া দেয়। ইহারা ফুড়ুত করিয়া উড়িয়া গিয়া ঘরের চালে বসে। আর লেজ ফুলাইয়া ডাকে, 'বাগ-বা-কুম, বা-কুম'।

মাহ্‌মুদ সব সময়ই কবুতরের উপর নযর রাখে। স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়া সে প্রথমেই খোঁজ নেয়, কবুতর কোথায়। সে ডাক দেয়,—'আয়, আয়, চোঁ, চোঁ'। আর অমনি ইহারা পাখায় পত পত শব্দ করিয়া নামিয়া আসে। সে মাটিতে ধান, চাউল বা সরিষা ছড়াইয়া দেয়, ইহারা কুড়াইয়া কুড়াইয়া খায়। আবার কখনও সে হাতের তালুতে খাবার রাখে। ইহারা তাহার হাতে বসিয়াই খায়। ইহারা তাহাকে মোটেও ভয় করে না।

রোজ সকালে পড়া শেষ করিয়া মাহ্‌মুদ তাহার কবুতর নিয়া একবার খেলা করে। সে হাততালি দেয়, ইহারা উড়িয়া অনেক উপরে উঠে। আবার হাততালি দেয়, ইহারা ডিগ্‌বাজী খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে নামিয়া আসে।

মাহ্‌মুদের কবুতর দুইটি ডিম পাড়িয়াছে। পালা করিয়া দুইটি কবুতরই ডিমে তা দেয়। মাহ্‌মুদ রোজই বাসায় উঁকি দিয়া দেখে, আর দিন গোণে, 'একদিন, দুই দিন, তিন দিন···।" ডিম আর ফোটে না। আজ আঠার দিন। বাসার নীচে, মাটিতে দুইটি ডিমের খোসা পড়িয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাসার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিল, লাল কবুতরটির পাখার নীচে ছোট্ট দুইটি বাচ্চা। মাহ্‌মুদের আনন্দ দেখে কে!

বাচ্চা দুইটি বেশ বড় হইয়াছে। ইহারা খাবারের জন্য চিঁ-চিঁ করিয়া ডাকে। কবুতর দুইটি বাসায় গিয়া হাঁ করে। বাচ্চা দুইটি ইহাদের মুখের ভিতর মুখ রাখে। কবুতর দুইটি নিজেদের মুখের খাবার বাচ্চাদের মুখে দেয়। বাচ্চা দুইটি আস্তে আস্তে ডানা নাড়ে আর খায়। মাহ্‌মুদ অবাক হইয়া ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

শব্দার্থ

ডিগবাজী—মাথা নীচু করিয়া শরীর উল্টান। তা—ডিম ফুটাইবার জন্য তাপ। আনন্দ—খুশী।

অনুশীলনী

(ক) ১। মাহ্মুদের কয়টি কবুতর আছে ?

২। সে তাহার কবুতরকে কি কি খাইতে দেয় ?

৩। সে কবুতর নিয়া কিভাবে খেলা করে ?

৪। তাহার কবুতর কয়টি ডিম দিয়াছে ?

৫। ডিমগুলি কতদিনে ফুটিয়াছে ?

৬। কবুতর কি ভাবে বাচ্চাকে খাওয়ায় ?

৭। তোমার কোন পোষা পাখী আছে কি ? থাকিলে সে সম্বন্ধে বল।

(খ) ডান দিক হইতে শব্দ লইয়া বাঁদিকের খালি জায়গায় বসাও :—

সকালে দরজা……দেয়।	তা
ইহারা তাহাকে……করে না।	খাইয়া
সে……দেয়।	খুলিয়া
দুইটি কবুতরই ডিমে……দেয়।	হাততালি
ইহারা ডিগ্বাজী……নামে।	ভয়

বাঘ ও বক

ম + ব = ম্ব, লম্বা। য + য = য + ্য (য-ফলা) = য্য, সাহায্য

[এক দিন এক বাঘের গলায় এক টুকরা হাড় বিঁধিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও হাড় খুলিতে পারিতেছিল না।]

বাঘ—হায়রে, মজা করিয়া গোশ্‌ত খাইতে গিয়া গলায় হাড় বিঁধিল। কিছুতেই যে ইহা বাহির করিতে পারিতেছি না। এখন উপায়? এইবার বুঝি মরিতে হইবে আহা, কেউ যদি হাড়টা বাহির করিয়া দিত তাহা হইলে বাঁচিতাম। (এক শিয়ালকে দেখিয়া) ভাই শিয়াল, আমার গলায় একটি হাড় বিঁধিয়াছে। কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া হাড়টা বাহির করিয়া দিবে?

শিয়াল—ভাই, আমার যে এখন অনেক কাজ। একটু সবুর কর, আমি কাজ সারিয়া আসি। (শিয়াল ছুটিয়া পলাইল।)

বাঘ—(এক হরিণকে দেখিয়া) ভাই হরিণ, আমার লায় একটি হাড় ফুটিয়াছে। ভয়ানক কষ্ট পাইতেছি। দয়া করিয়া হাড়টা বাহির করিয়া দিবে

হরিণ—ভাই, আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে। নদী হইতে পানি খাইয়া এখনই আসিতেছি। (হরিণ পলাইল।

বাঘ—হায়! যাহাকে বলি সে-ই আমার ভয়ে পলায়। এখন কি করি? ঐ যে জলার ধারে একটি বক দেখা যায়। তাহাকে অনুরোধ করিয়া দেখি। সে যদি একটু সাহায্য করে। (বকের কাছে গিয়া) ভাই বক, আমার গলায় একটি হাড় বিঁধিয়াছে। যদি দয়া করিয়া হাড়টা বাহির করিয়া দাও তাহা হইলে তোমাকে অনেক পুরস্কার দিব।

বক—কি পুরস্কার দিবে, ভাই?

বাঘ—অনেক মাছ দিব।



বক—(খুশী হইয়া) তুমি একটু হাঁ কর, দেখি হাড়টা কোথায়। আর একটু হাঁ কর। ঐ যে হাড়টা দেখা

২—

যায়। এখনই আমি আমার লম্বা ঠোঁট দিয়া ইহা বাহির করিয়া আনিতেছি। (হাড় বাহির করিয়া) এই যে, দেখ কত বড় হাড়।

বাঘ—আঃ বাঁচলাম।

বক—ভাই, এখন আমার পুরস্কার দাও।

বাঘ—(রাগে দাঁত কটমট করিয়া) কী–আবার পুরস্কার? তোর সাহস ত কম নয়। আমার মুখের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া তাহা বাহির করিয়া আনিয়াছিস্। আমি তাহা চিবাইয়া খাই নাই। ইহা কি তোর পুরস্কার নয়? সর হ এখান থেকে।

বক ভয়ে আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

শব্দার্থ

পিপাসা—পানি পান করিবারইচ্ছা।

জলা—বিল, পানিতে ডোবা নীচু জায়গা।

অনুশীলনী

(ক) ১। বাঘের গলায় কি বিঁধিয়াছিল?

২। শিয়াল ও হরিণ পলাইল কেন?

৩। হাড় বাহির করিয়া দিতে কে রাযী হইল ?

৪। বক কেন রাযী হইল ?

৫। পুরস্কার চাহিলে বাঘ তাহাকে কি বলিল ?

৬। বক তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল কেন ?

(খ) যে শব্দগুলি ঠিক নয়, সেগুলি কাটিয়া দাও :—

১। বাঘের গলায় হাড়/কাঁটা বিঁধিল।

২। শিয়াল ও হরিণ নিজ নিজ কাজে / ভয়ে চলিয়া গেল।

৩। বক তাহার বেঁটে / লম্বা ঠোঁট বাঘের মুখের ভিতর ঢুকাইল।

৪। বক পুরস্কার চাহিলে বাঘ খুশী হইল / রাগ করিল।

[শিক্ষক মহোদয় শিশুদিগকে দিয়া এটি অভিনয় করাইবেন। অভিনয়ে শিশুরা প্রচুর আনন্দ পায়। একটি শিশু হা করিয়া গলায় হাড় ফোটার ভাণ করিবে। অন্য একটি শিশু মুখে কাঠি নিয়া বক সাজিবে।]

মহসীন ও চোর

ম+ম=ম্ম, মুহম্মদ। ব+দ=ব্দ, শব্দ। ত+ত=ত্ত, উত্তর।
জ+ঞ=জ্ঞ, জিজ্ঞাসা। জ+ব=জ্ব, জ্বালা।

অনেক দিন আগের কথা। হুগলীতে হাজী মুহম্মদ মহসীন নামে একজন খুব ভাল লোক বাস করিতেন। তিনি যেমন ছিলেন ধনী তেমনি ছিলেন দয়ালু। সকলেই জানিত তিনি গরীবের বন্ধু।

একদিন রাত্রিতে মহসীন ঘুমাইয়া আছেন। রাত্রি তখন গভীর। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি শব্দ হইল। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আলো জ্বালাইলেন দেখিলেন ঘরে একটি লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি এত রাত্রিতে ঘরে কেন ঢুকিয়াছ?"
লোকটি বলিল, 'হুযুর, আমি চুরি করিতে আসিয়াছি।"
এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল

মহসীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন চুরি করিতে আসিলে?"

লোকটি উত্তর দিল, "হুযুর, আমি জানি চুরি করা খারাপ কাজ। কিন্তু কি করিব? ঘরে যে খাইবার

কিছুই নাই। ছেলে-মেয়ে লইয়া আজ দুই দিন যাবৎ অনাহারে আছি।"

মহসীন বলিলেন, "তুমি ত বেশ সবল মানুষ। গায়ে শক্তি আছে। কাজ করিয়া টাকা পয়সা রোজগার করিতে পার।"

লোকটি বলিল, "হুযুর, কাজের জন্য লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কাজ পাইলাম না। কেহ ধারও দিল না। ছেলে-মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করিতে পারিলাম না। তাই চুরি করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে মাফ করুন।"

লোকটির কথা শুনিয়া মহসীনের বড় দয়া হইল। তিনি তাহার হাতে কিছু টাকা দিলেন। কিছু খাবারও দিলেন। আর বলিলেন, "যাও, ছেলে-মেয়ে লইয়া আজ এই খাবার খাইও। আর এই টাকা দিয়া কোন কাজ শুরু করিও।"

শব্দার্থ

রাত্রি—রাত। উত্তর—জওয়াব। সবল—বলবান। অনাহারে—না খাইয়া।

অনুশীলনী

(ক) ১। হাজী মুহম্মদ মহসীনের বাড়ী কোথায় ?

২। তিনি কেমন লোক ছিলেন ?

৩। রাত্রিতে হঠাৎ মহসীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কেন ?

৪। লোকটি কেন চুরি করিতে আসিল ?

৫। সব কথা শুনিয়া মহসীন কি করিলেন ?

(খ) নীচের শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর :—

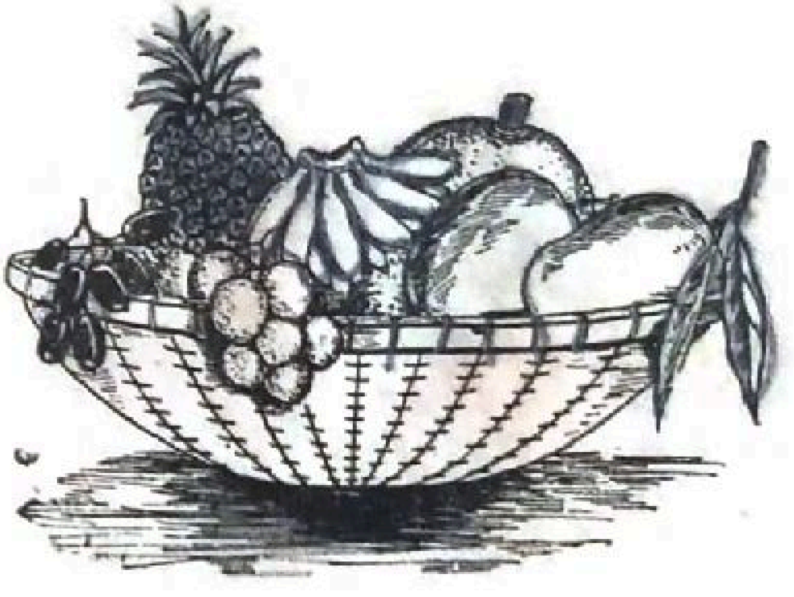
দয়ালু, রোজগার, ধার, অনাহারে, দুয়ারে দুয়ারে।

(গ) গল্পটি নিজের কথায় বল।

আমাদের ফল

ষ+ম=ষ্ম, গ্রীষ্ম। ষ+ঠ=ষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ।

গ্রীষ্মের ছুটি। মাসুদ তাহার আব্বার সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে। আব্বা তাহাকে একদিন বাজারে লইয়া গেলেন। ছোট গ্রামের বাজার। আম,



জাম, লিচু, কলা, কাঁঠালে বাজার ভরতি। আম, জাম ও লিচু মাসুদের অত্যন্ত প্রিয় ফল। সে আব্বাকে আম, জাম ও লিচু কিনিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

আব্বা তাহাকে ভাল দেখিয়া কতগুলি আম' জাম ও লিচু কিনিয়া দিলেন। মাসুদ ফলগুলি একটি ঝুড়ির মধ্যে সুন্দর করিয়া সাজাইতে লাগিল। ঝুড়িতে ফল

সাজাইতে সাজাইতে ভাবিল, আজ সে মজা করিয়া আম, জাম ও লিচু খাইবে।

বাড়ীতে ফিরিবার পথে মাসুদ আব্বাকে বলিল, "আব্বা, আমাদের দেশে আম, জাম, লিচু, কলা ও কাঁঠাল ছাড়া আর কি কি ফল আছে?"

আব্বা—আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে এগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের ফল আছে। যেমন—বেল, তাল, নারিকেল, আনারস, কমলা, আতা ইত্যাদি।

মাসুদ—আব্বা, সব রকমের ফল কি একই সময়ে পাওয়া যায়?

আব্বা—না, এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফল পাওয়া যায়। তবে কলা ও পেঁপে সব ঋতুতেই পাওয়া যায়।

মাসুদ—ঋতু কয়টি এবং কি কি, আব্বা?

আব্বা—বার মাসে এক বৎসর। প্রতি দুই মাসে একটি ঋতু। সুতরাং বৎসরে ঋতু ছয়টি. যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাস বর্ষা কাল, ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল, কার্তিক ও

অগ্রহায়ণ—দুই মাস হেমন্ত কাল, পৌষ ও মাঘ—দুই মাস শীত কাল, ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস বসন্ত কাল।

মাসুদ—আব্বা, কোন্ কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন্ জাতীয় ফল পাওয়া যায় ?

আব্বা—পূর্বেই বলিয়াছি কলা ও পেঁপে সব ঋতুতেই পাওয়া যায়। এগুলি ছাড়া গ্রীষ্মকালে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, আনারস পেয়ারা, প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। তবে এই সব ফল গ্রীষ্মকালেই শেষ হইয়া যায় না, এগুলির কিছু কিছু বর্ষাকালেও পাওয়া যায়। কাঁঠাল বর্ষাকালেই বেশী পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে কাঁঠাল মাত্র শুরু হয়।

তাল ও নারিকেল শরৎ কালীন ফল।

হেমন্ত ও শীত কালে কমলা, কামরাঙ্গা, কুল প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। এই সব ফল কিছু কিছু বসন্তের প্রথম দিকেও পাওয়া যায়।

বেল ও আতা আমরা বসন্তকালে দেখিতে পাই।

মাসুদ—আমাদের দেশে এত ফল পাওয়া যায়, অথচ আমাদের একটিও ফলের বাগান নাই। ফলের বাগান করিলে আমরা সব সময়ই ফল খাইতে পারি।

আব্বা—তা নিশ্চয়ই পারি।

মাসুদ তখন উৎসাহের সহিত বলিল, সে এখন হইতে সব জাতীয় ফলের একটি বাগান করিবে।

শব্দার্থ

গ্রীষ্মের—গরমের। অত্যন্ত—খুব

অনুশীলনী

(ক) ১। মাসুদ কবে তাহার আব্বার সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল?

২। ঝুড়িতে ফল সাজাইতে সাজাইতে মাসুদ কি ভাবিল?

৩। পূর্ব-পাকিস্তানে কি কি ফলপাওয়া যায়?

৪। ঋতু কয়টি এবং কি কি?

৫। আমাদের দেশে কোন্ কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন ফল পাওয়া যায়?

(খ) ভুল শব্দটি কাটিয়া দাও :—

১। সব ঋতুতে তাল/কলা পাওয়া যায়।

২। ফাল্গুন ও চৈত্র—দুই মাস শীত/বসন্ত কাল।

৩। বেল ও আতা আমরা গ্রীষ্ম/বসন্ত কালে দেখিতে পাই।

(গ) কথা বানাও :—

প্রিয়, পূর্ব, শরৎ কালীন, উৎসাহ, নিশ্চয়ই।

———

ফুয়াদের গল্প বলা

দ+র=দ+্র (র-ফলা)=দ্র, দরিদ্র। ঞ+চ=ঞ্চ, চঞ্চল।

এক দেশে এক বাদশাহ্‌ ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র ছেলে। নাম ফরিদ। বয়স আট বৎসর। তাহার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। বাদশাহ্‌ আর উজির একত্রে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, একটি ভাল ছেলে যোগাড় করিতে হইবে। ধনীর ছেলে হউক বা দরিদ্রের ছেলে হউক, বুদ্ধিমান হওয়া চাই। ঘোষণা করা হইল—আট বৎসর বয়সের যে ছেলে ভাল গল্প শুনাইতে পারিবে তাহাকেই শাহজাদার সঙ্গী করা হইবে।

উজির নাজির সকলেই খুশী। তাহারা নিজ নিজ ছেলেদের ভাল ভাল গল্প শিখাইয়া বাদশহ্‌র দরবারে

পাঠাইতে লাগিলেন। একজন একজন করিয়া আসে আর গল্প বলে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, কোন ছেলের গল্পই বাদশাহ্‌র পছন্দ হয় না। কাহাকেও তেমন বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয় না।

বাদশাহ্‌র বাড়ীর কাছেই ছিল একটা মক্তব। এক বৃদ্ধ ওস্তাদজী সেই মক্তবে পড়ান। একদিন বাদশাহ্ সেই ওস্তাদজীকে ডাকাইলেন। ওস্তাদজী ভয়ে ভয়ে বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইলেন।

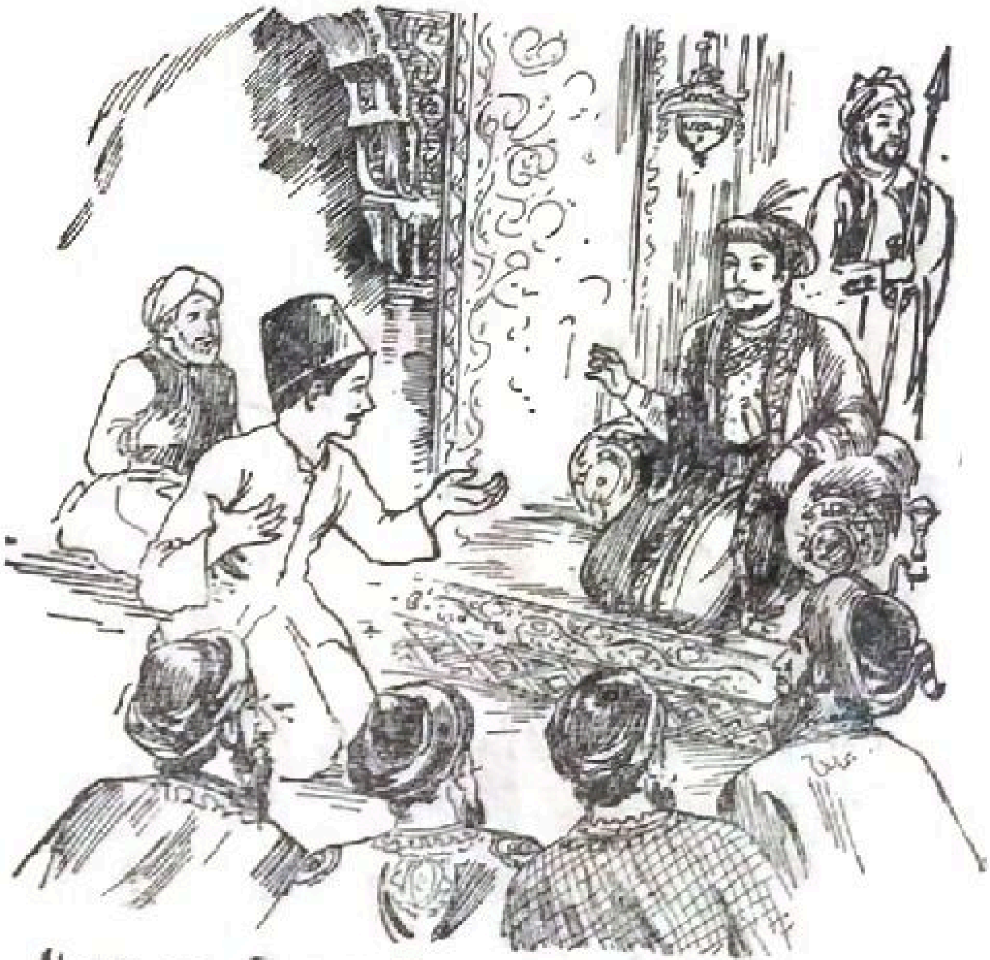
বাদশাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মক্তবে কি আট বৎসর বয়সের কোন বুদ্ধিমান ছেলে আছে?"

ওস্তাদজী বলিলেন, "হুযুর একটি ছেলে আছে। নাম ফুয়াদ। দরিদ্রের ছেলে। কিন্তু দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান।"

বাদশাহ্ বলিলেন, "বেশ কাল আপনি নিজেই তাহাকে দরবারে লইয়া আসিবেন।"

পরদিন ওস্তাদজী ফুয়াদকে লইয়া বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইলেন। দরবারের জাঁক-জমক দেখিয়া

ফুয়াদ অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু মনে তাহার অসীম বল। ফুয়াদ গল্প বলিতে লাগিল।



"এক যে ছিল চাষী। তাহার ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ফরহাত আর মেয়ের নাম ফাহিমা। ফরহাতের আছে একটি পোষা ময়না। আর ফাহিমার দুইটি চড়ুই পাখী। ফরহাতের ময়না বলে, 'মূর্খের চেয়ে জ্ঞানী ভাল। মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল।"

বাদশাহ্ বলিলেন, "অতি সত্য কথা।"

"ফাহিমার সাথে খেলা করে চড়ুই দুইটি। তাহারা ফাহিমার কাঁধে বসে, মাথায় বসে, হাতে বসে। চড়ুই পাখী ভারী চঞ্চল। একটু স্থির থাকিতে পারে না। এই যায়, এই আসে। কিচির মিচির শব্দ করিয়া আবার ফুড়ুৎ করিয়া চলিয়া যায়। কোথাও দূরে চলিয়া গেলে ফাহিমা শীষ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কিচির মিচির শব্দ করে। আদর জানায়, আবার ফুড়ুৎ করিয়া চলিয়া যায়।"

ফুয়াদ একটু থামিল।

বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর?"

ফুয়াদ বলিল, "তারপর ফুড়ুৎ।"

উজির জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর?"

ফুয়াদ বলিল, "ফুড়ুৎ।"

নাজির জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কি?"

ফুয়াদ বলিল, "তারপরও ফুড়ুৎ।"

বাদশাহ্ বলিলেন, "ফুড়ুৎ আর কতক্ষণ চলিবে?"

ফুয়াদ বলিল, "হুযুর, সারাদিন চড়ুই পাখী আসে

আর যায়। পাখী যতক্ষণ আসা যাওয়া করিবে ফুড়ুৎও ততক্ষণ চলিবে।”

এই কথা শুনিয়া বাদশাহ্, উজির, নাজির সকলেই খুব খুশী হইলেন। ফুয়াদকেই শাহ্জাদার সঙ্গী করা হইল।

শব্দার্থ

বাদশাহ—মুসলমানের রাজা। প্রয়োজন—দরকার। সঙ্গী - সাথী। উজির—মন্ত্রী। দরিদ্র—গরীব। ওস্তাদ—শিক্ষক। মক্তব—মুসলমান পাঠশালা। উপস্থিত—হাজির। দরবার—রাজসভা। মূর্খ—অশিক্ষিত লোক, যে লেখাপড়া জানে না, বোকা। জ্ঞানী—যার জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে। চঞ্চল—অস্থির, ছটফটে।

অনুশীলনী

(ক) ১। বাদশাহ্‌র ছেলের নাম কি?

২। তাহার বয়স কত?

৩। বাদশাহ্ তাহার জন্য কি চাহিলেন?

৪। কাহাকেও পছন্দ না হওয়ায় তিনি কি করিলেন?

৫। ফরহাতের ময়না কি কথা বলিত ?

৬। ফাহিমার চড়ুই কি করিত ?

(খ) ডান দিক হইতে ঠিক শব্দটি আনিয়া বাম দিকের খালি জায়গায় বসাও :—

১। কাহাকেও তেমন — বলিয়া মনে হয় না।	চঞ্চল
২। এক — ওস্তাদজী সেই মক্তবে পড়ান।	তেমনি
৩। দেখিতে যেমন সুন্দর—বুদ্ধিমান	বৃদ্ধ
৪। মিথ্যার — সত্য ভাল।	বুদ্ধিমান
৫। চড়ুই পাখী ভারী —।	চেয়ে

(গ) ভুল শব্দটি কাটিয়া দাও :—

নাম ফুয়াদ—ধনীর/দরিদ্রের ছেলে।

তাহার একজন সঙ্গীর/চাকরের প্রয়োজন।

বাদশাহের বাড়ীর পাশেই ছিল একটি মাদ্রাসা/মক্তব।

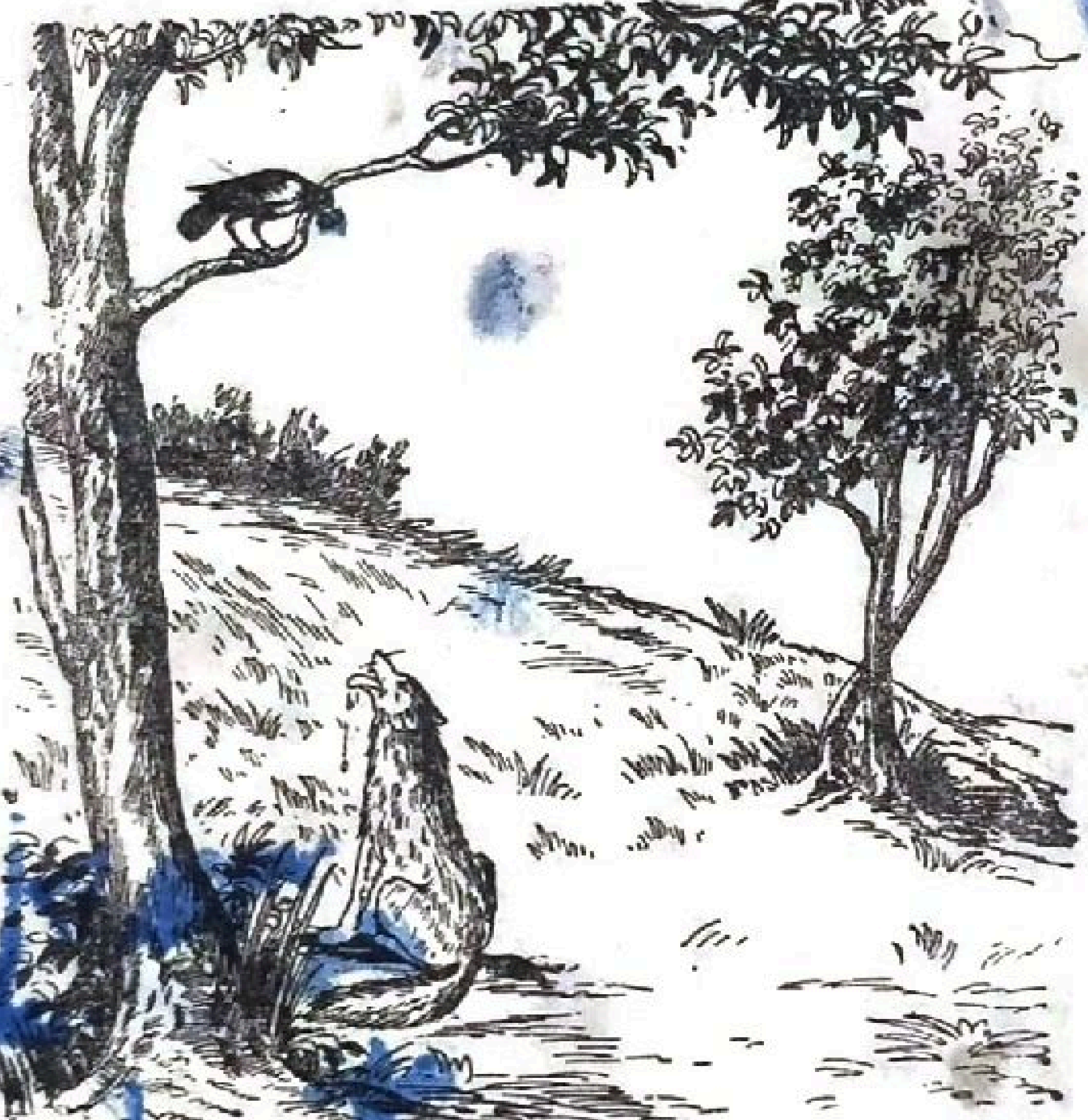
শৃগাল ও কাক

র্‌+ব=র্ব, গর্ব ; পর্যন্ত। স্‌+ব=স্ব, স্বর।

একদিন একটি কাকের খুব ক্ষুধা পাইল। সে আহারের খোঁজে বাহির হইল। কিন্তু কোথাও আহার পাইল না। অবশেষে এক বাড়ীর একটি ছেলের হাত হইতে এক টুকরা গোশ্‌ত ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

গোশ্‌তের টুক্‌রা মুখে লইয়া সে এক গাছের ডালে বসিল। সে গাছের তলা দিয়া যাইতেছিল এক শৃগাল।

কাকের মুখে গোশ্‌তের টুক্‌রা দেখিয়া উহা খাইবার জন্য তাহার খুব লোভ হইল। সে গাছের নীচে বসিয়া পড়িল।



শৃগাল কাকের নিকট হইতে গোশ্‌তের টুক্‌রাটি পাইবার জন্য এক ফন্দি আঁটিল। সে কাককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "পাখীটি দেখিতে কী সুন্দর! ইহার

রঙও কত চমৎকার। ইহার ডানা ও পালকগুলি কী সুন্দর চক্‌চকে। আমি এমন সুন্দর পাখী কখনও দেখি নাই।”

শৃগালের প্রশংসা শুনিয়া কাক মনে মনে গর্ব বোধ করিল। সে ভাবিল সত্যই তাহার মত এমন সুন্দর পাখী আর কোথাও নাই। শৃগালের মুখে আরও প্রশংসা শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শৃগাল আবার কাকের প্রশংসা শুরু করিল। সে বলিল, “এমন সুন্দর পাখীর স্বর নিশ্চয়ই মিষ্ট হইবে। এ পাখীর গান না জানি কত মধুর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত ইহার একটি গানও শুনিতে পাইলাম না। হয়ত পাখীটি বোবা, আদৌ গান করিতে পারে না।”

শৃগালের এ কথায় কাকের খুব রাগ হইল। সে মোটেই বোবা নয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কা রবে ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গোশ্‌তের টুক্‌রাটি তাহার মুখ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি শৃগাল গোশ্‌তের টুক্‌রাটি মুখে পুরিয়া ফেলিল। এতক্ষণে বোকা কাক বুঝিতে পারিল কেন শৃগাল তাহার এত প্রশংসা করিয়াছিল।

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় কখনও ভুলিতে নাই।

শব্দার্থ

ক্ষুধা—খিদে। আহার—খাবার। অবশেষে—শেষে ব্যাকুল—ব্যস্ত। আদৌ—মোটেই। রব—শব্দ।

অনুশীলনী

(ক) ১। কাক গোশ্‌তের টুক্‌রা কোথায় পাইল ?

২। শৃগাল গাছের নীচে বসিয়া পড়িল কেন ?

৩। সে কাককে লক্ষ্য করিয়া কি বলিল ?

৪। আবার শৃগাল কি বলিয়া কাকের প্রশংসা করিল ?

৫। শৃগাল কি ভাবে গোশ্‌তের টুক্‌রা পাইল ?

৬। কেন শৃগাল কাকের এত প্রশংসা করিয়াছিল ?

৭। গল্পটি পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে ?

(খ) ঠিক শব্দটি রাখিয়া ভুল শব্দটি কাটিয়া দাও :—

১। কাকের খুব ক্ষুধা/পিপাসা পাইল।

২। সেই গাছের তলা দিয়া যাইতেছিল একটি কুকুর/শৃগাল।

৩। শৃগালের প্রশংসা/তিরস্কার শুনিয়া কাক গর্ব বোধ করিল।

(গ) 'শৃগাল ও কাক' এই গল্পটি নিজের কথায় বল।

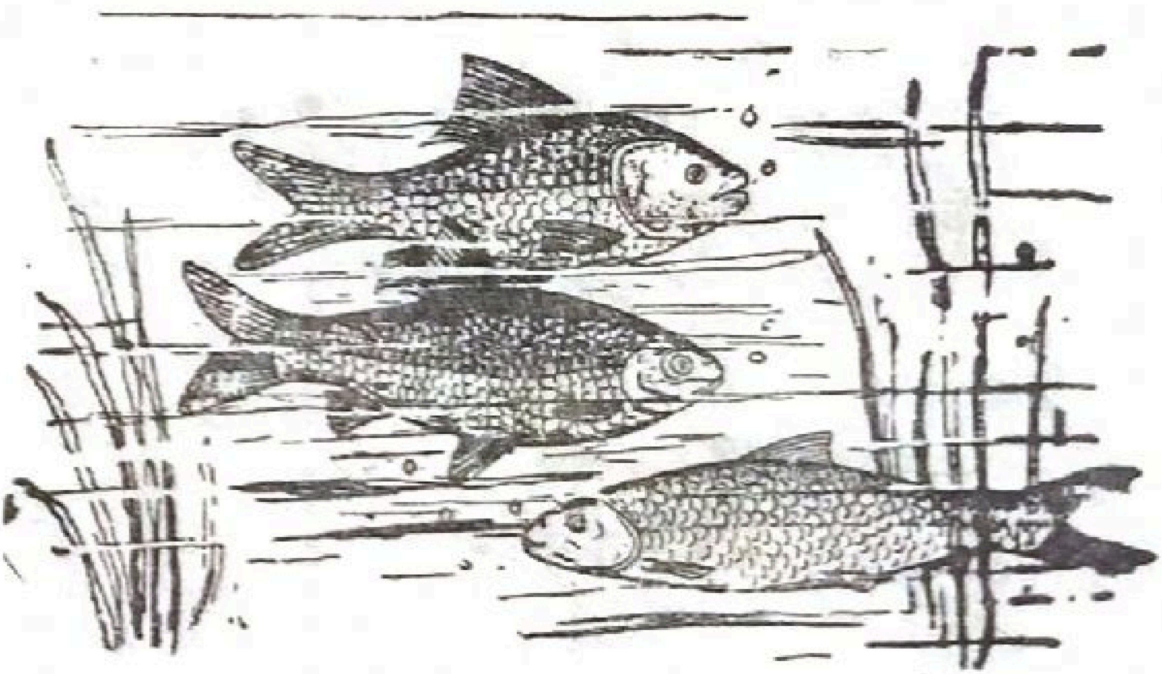
———

পুকুরের মাছ

দ+ম=দ্ম, পদ্মা। শ+চ=শ্চ, আশ্চর্য। শ+ব=শ্ব, । আশ্বিন।

গ্রামের নাম রসুলপুর। সে গ্রামে নূরুর মামার বাড়ী। নূরু মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে।

মামার বাড়ীতে একটা বড় পুকুর আছে। সে পুকুরে মামা মাছের চাষ করিয়াছেন। রুই, কাতল, মৃগেল প্রভৃতি মাছে পুকুর ভর্তি।



একদিন নূরুর মামা পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য জেলে লইয়া আসিলেন। জেলেরা পুকুরে জাল ফেলিল।

বড় বড় রুই কাতলা লাফালাফি করিতে লাগিল। পুকুরে এত বড় বড় মাছ দেখিয়া নূরু অবাক্ হইয়া গেল। তাহার ধারণা ছিল বড় বড় রুই কাতলা সব নদীতে থাকে।

জেলেরা পুকুরের ওপারে জাল তুলিল। জালে মাছ আর ধরে না। সূর্যের আলোকে মাছগুলি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। জালে এত মাছ দেখিয়া নূরু আশ্চর্য হইয়া গেল। একত্র এত রুই কাতলা নূরু পূর্বে কখনও দেখে নাই

নূরুর মামা জেলেদের নিকট এক হাজার টাকার মাছ বিক্রয় করিলেন। মামাকে এত টাকার মাছ বিক্রয় করিতে দেখিয়া নূরু ভাবিল, মাছের চাষ করা ত খুবই লাভজনক। মজা করিয়া বড় বড় রুই কাতলা খাওয়া যায়, আবার অনেক টাকাও পাওয়া যায়। সে ঠিক করিল, কি ভাবে মাছের চাষ করিতে হয় তাহা মামার নিকট হইতে শিখিয়া লইবে এবং নিজেদের পুকুরেও মাছের চাষ করিবে।

রাত্রিতে নূরু মামার সহিত খাইতে বসিয়াছে। মামীমা মুড়িঘণ্ট খাইতে দিলেন। নূরু খাইতে খাইতে

মামাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, পুকুরে এত বড় বড় রুই, কাতলা ও মৃগেল কোথা হইতে আসিল ?"

মামা—আমি তিন বৎসর পূর্বে রুই, কাতলা ও মৃগেলের পোনা পুকুরে ছাড়িয়াছিলাম। সেই পোনা আজ বড় বড় রুই, কাতলা ও মৃগেলে পরিণত হইয়াছে। এবার আশ্বিন মাসে আবার ইহাদের পোনা ছাড়িব।

নূরু—মামা, আপনি অযথা পুকুরে ইহাদের পোনা ছাড়িবেন কেন ? পুকুরে যে বড় বড় রুই, কাতলা ও মৃগেল আছে, ইহারাই ত ডিম পাড়িবে।

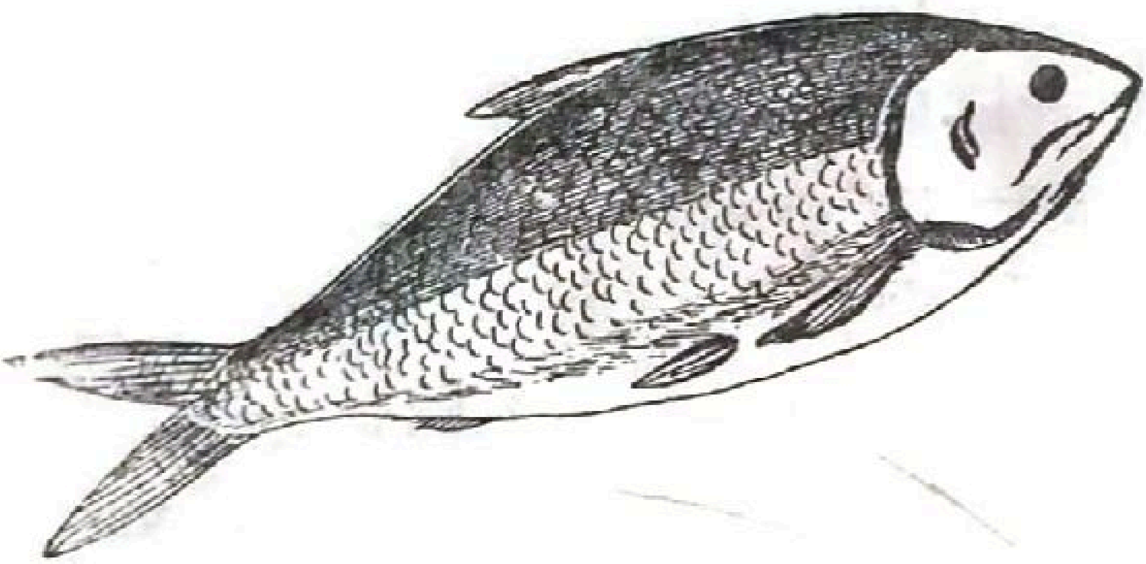
মামা—রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ যে জলাশয়ে স্রোত বহে শুধু সেখানেই ডিম পাড়ে পুকুরের বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। এই জন্য পুকুরে ইহাদের পোনা ছাড়িতে হয়।

নূরু—মামা, আপনি আশ্বিন মাসে পুকুরে রুই, কাতলা ও মৃগেলের পোনা ছাড়িবেন কেন ? অন্য মাসে ছাড়িলে অসুবিধা কি ?

মামা—আশ্বিন মাসে রুই, কাতলা ও মৃগেলের পোনা বেশ বড় হয়। এই বড় পোনা পুকুরে ছাড়িলে প্রায় সবগুলিই বাঁচে। ছোট পোনা পুকুরে ছাড়িলে অনেক

মরিয়া যায়। ইহা ছাড়া আশ্বিন মাসে ইহাদের পোনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

নূরু—মামা, আপনি ইলিশ মাছের পোনা পুকুরে ছাড়েন না কেন? ইলিশ মাছও ত বেশ স্বাদ।



মামা—ইলিশ মাছ গভীর পানির মাছ। ইহারা সমুদ্রের লোনা পানিতে থাকে। যখন ডিম ছাড়িবার সময় হয় তখন ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে আসে। ডিম পাড়া শেষ হইলে ইহারা পুনরায় সমুদ্রে চলিয়া যায়। পুকুরের মত ছোট জলাশয়ে ইলিশ বাঁচে না।

নূরু এবারে বুঝিতে পারিল কেন পুকুরে ইলিশ মাছ দেখা যায় না।

শব্দার্থ

আশ্চর্য—অবাক্। একত্র—এক জায়গায়। বৎসর—বছর। অযথা—অনর্থক। জলাশয়—যে জায়গায় পানি থাকে সে জায়গা। ঝাঁকে ঝাঁকে—দলে দলে। পুনরায়—আবার।

অনুশীলনী

(ক) ১। নূরুর মামার বাড়ী কোথায় ?

২। নূরুর মামা পুকুরে কি কি মাছের চাষ করিয়াছেন ?

৩। নূরুর মামা জেলেদের নিকট কত টাকার মাছ বিক্রয় করিলেন ?

৪। মামাকে মাছ বিক্রয় করিতে দেখিয়া নূরু কি ভাবিল ?

৫। পুকুরে রুই, কাতলা ও মৃগেল কোথা হইতে আসিল ?

৬। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি বড় বড় মাছ কোথায় ডিম পাড়ে ?

৭। আশ্বিন মাসে পুকুরে রুই, কাতলা ও মৃগেলের পোনা ছাড়া হয় কেন ?

৮। পুকুরে ইলিশ মাছ বাঁচে না কেন ?

(খ) খালি জায়গায় ঠিক শব্দটি বসাও :—

১। জেলেরা পুকুরে—ফেলিল।	খাইতে
২। রাত্রিতে নূরু মামার সহিত—বসিল।	পোনা
৩। এইজন্য পুকুরে ইহাদের—ছাড়িতে হয়।	গভীর
৪। ইলিশ মাছ—পানির মাছ।	জলাশয়
৫। ছোট—ইলিশ বাঁচে না।	জাল



চাঁদের দেশে

অনেক রাত হইয়াছে। আনোয়ারের কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। সে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে।

আজ স্কুলে তাহার মাষ্টার সাহেব বলিয়াছেন, চাঁদে নাকি মানুষ যাইবে। সে যদি চাঁদে যাইতে পারিত! তাহার সাধের চাঁদ। কী সুন্দর চাঁদটি! কেমন চমৎকার তাহার আলো। কতদিন সে চাঁদকে ডাকিয়াছে, "আয়, আয় চাঁদ মামা।" চাঁদে যাইবার তাহার বড় সাধ। কিন্তু কি করিয়া যাইবে? তাহার ত আর পাখা নাই।

একটি ফুটফুটে মেয়ে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। সে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?

কি চাও?" মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "লোকে আমাকে বুড়ী বলিয়া ডাকে। আমি চাঁদের বুড়ী। তুমি চাঁদে যাইতে চাও, তাই তোমাকে নিতে আসিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আমি কি ভাবে যাইব?" বুড়ী বলিল, "তুমি আমার দুই পাখার মাঝখানে চড়িয়া বস, আমি তোমাকে লইয়া যাইব।" আনোয়ার ভারী খুশী। সে বুড়ীর পিঠে চড়িয়া বসিল।

বুড়ী আনোয়ারকে লইয়া উড়িয়া চলিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাহারা মেঘের দেশে পৌঁছিল। নরম রূপালী মেঘ আনোয়ারের গা ছুঁইয়া যাইতে লাগিল। আনোয়ারের বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা মেঘের দেশ পার হইয়া গেল। বুড়ী রকেটের মত উড়িয়া চলিয়াছে।

চারিদিকে ঘন নীল আকাশ। কোথাও সাড়া শব্দ নাই। সব নীরব। বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "আনোয়ার, তুমি ভয় পাইতেছ?"

আনোয়ার ভয় পাইবার ছেলেই নয়। সে জওয়াব দিল, "একটুও না।" বুড়ী খুব খুশী হইল।

এবার তাহারা তাহার রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিদিকে কেবল তারা আর তারা। উপরে, নীচে,

ডাইনে, বাঁয়ে কেবলই তারা। আনোয়ার হাত বাড়াইয়া একটি তারা ধরিতে গেল। অমনি বুড়ী তাহাকে সাবধান করিয়া বলিল, "তারা ধরিতে হাত বাড়াইও না, পড়িয়া যাইবে। চুপটি করিয়া বসিয়া



থাক। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমরা চাঁদে পৌঁছিয়া যাইব।"

বুড়ী চাঁদে নামিল। আনোয়ার খুশীতে আটখানা। বুড়ী বলিল, "তুমি ঘুরিয়া ফিরিয়া চাঁদ দেখ। আমি

একটু পরে আসিয়া তোমাকে নিয়া যাইব।” বুড়ী চলিয়া গেল।

আনোয়ার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, পাহাড় আর পাহাড়। এখানে সেখানে অগণিত পাথরের টুক্‌রা ছড়াইয়া রহিয়াছে। আনোয়ার এক পাহাড়ে গিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দূরে সারি সারি পাহাড় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কোন কোন পাহাড় হইতে ধোঁয়া ও ছাই বাহির হইতেছে। কোথাও ঘর-বাড়ী নাই; মানুষ, পশু, পাখী গাছ-পালা কিছুই নাই। খাইবার এক ফোঁটা পানিও নাই তাহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল।

বুড়ী আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য সে যেই একটু ঝুঁকিল অমনি পা ফস্‌কাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, “মা-গো” মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একি! সে যে তাহারই খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। পূবের জানালা দিয়ে ঘরে রোদ ঢুকিয়াছে।

শব্দার্থ

ফুটফুটে—ফরসা ও সুন্দরী। আটখানা—অস্থির, আকুল। কোটি কোটি—অগণিত, অসংখ্য, যাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না। ঝুঁকিল—নত হইল। ফস্‌কাইয়া—পিছলাইয়া।

অনুশীলনী

(ক) ১। কে আনোয়ারকে চাঁদে লইয়া গেল ?

২। চাঁদে যাইতে পথে সে কি কি দেখিল ?

৩। চাঁদে গিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল কেন ?

৪। কি ভাবে সে মাথায় আঘাত পাইল ?

৫। সে কি সত্যই চাঁদে গিয়াছিল ?

(খ) শুদ্ধ হইলে পাশে 'শু' আর ভুল হইলে 'ভু' লেখ :—

১। চাঁদে শুধু বালি আর বালি, পাহাড় আর পাহাড়।

২। চাঁদ দেখিয়া আনোয়ার খুশীতে আটখানা।

৩। চাঁদে বড় বড় গাছপালা রহিয়াছে।

৪। আনোয়ার হাত বাড়াইয়া একটি তারা ধরিল।

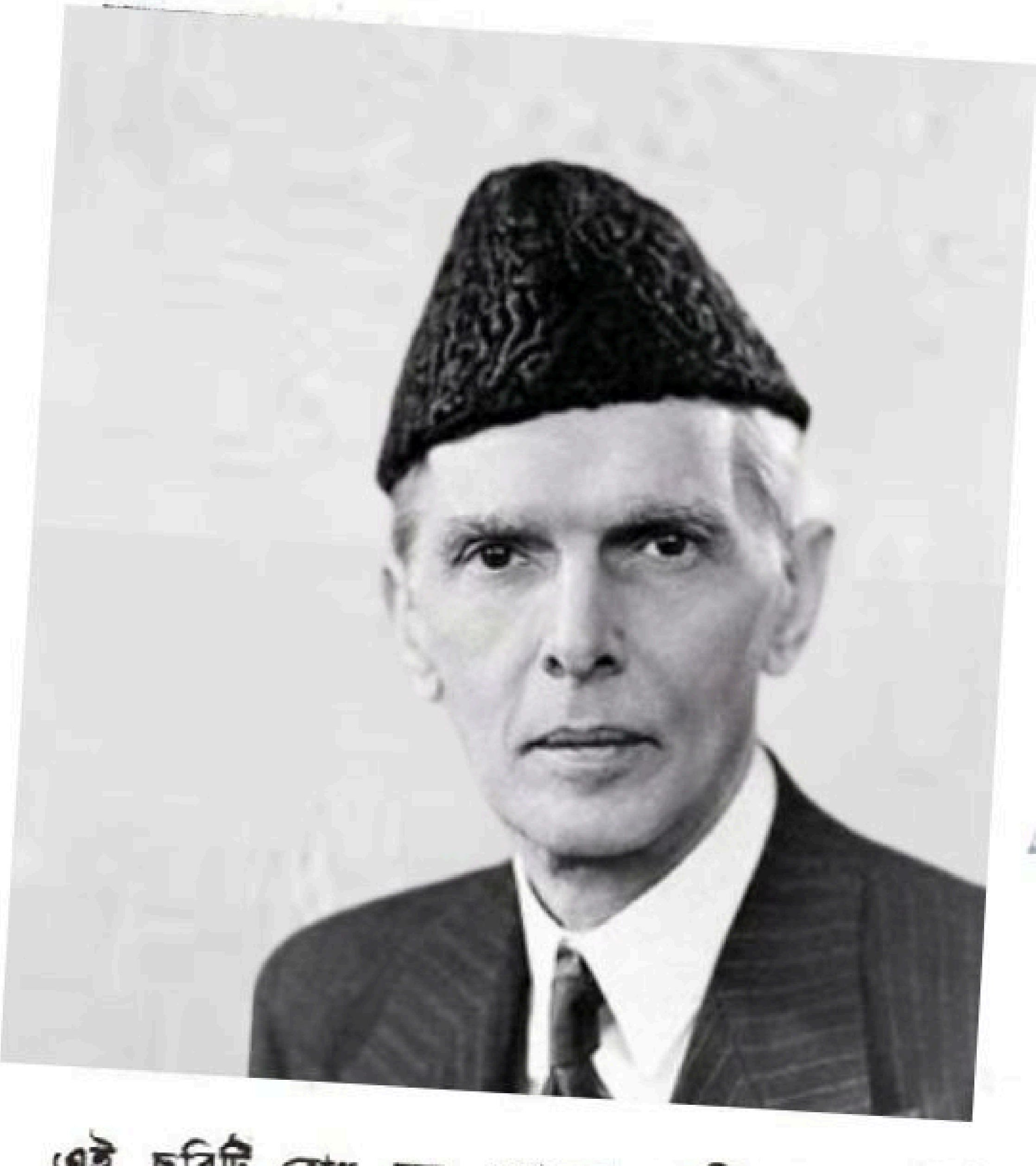
৫। নরম রুপালী মেঘ আনোয়ারের গা ছুঁইয়া যাইতে লাগিল।

(গ) কথা বানাও :—

সাধ, ফুটফুটে, আটখানা, অগণিত, ছুঁইয়া।

———

কায়েদে আযম



এই ছবিটি বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। ছবিটি কাহার বলিতে পার? ইহা আমাদের প্রিয় নেতা কায়েদে আযমের ছবি।

কায়েদে আযমের প্রকৃত নাম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্। 'কায়েদে আযম' মানে মহান নেতা। মুসলমান নেতাদের মধ্যে তাঁহার মত এত বড় নেতা আর কেহ ছিলেন না। তাই আমরা তাঁহাকে কায়েদে আযম বলিয়া ডাকি।

পশ্চিম পাকিস্তানে করাচী একটি বড় শহর। কায়েদে আযম এই করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জিন্নাহ্ পুঞ্জা। জিন্নাহ্ পুঞ্জা একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দেখিতে লম্বা ও ছিপ্‌ছিপে ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। লেখা-পড়ায়ও ছিলেন তিনি খুবই মনোযোগী।

বালক জিন্নাহ্ প্রথম করাচীতে লেখাপড়া শুরু করেন। পরে বোম্বাই শহরেও তিনি কিছুদিন লেখা-পড়া করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর তিনি বিলাত যান। বিলাতে চারি বৎসর থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করেন তারপর ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি বোম্বাই শহরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করিতে লাগিলেন।

তখন ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করিত। তাহারা এই দেশের লোকের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করিত। কায়েদে আযমের ইহা সহ্য হইল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, কি ভাবে ইংরেজদের হাত হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করা যায়। তারপর বহু চেষ্টা করিয়া তিনি আমাদের দেশকে মুক্ত করিলেন। আমাদিগকে পাকিস্তান আনিয়া দিলেন। আমাদের দেশ পাকিস্তান তাঁহারই গড়া, তাই সকলে তাঁহাকে জাতির পিতা বলে। এখন আমরা স্বাধীন। দেশ-বিদেশে আমাদের পাকিস্তানের কত সম্মান, কত সুখ্যাতি।

কায়েদে আযম এখন আর বাঁচিয়া নাই। পাকিস্তান হইবার এক বৎসর পরেই তিনি করাচীতে ইন্তেকাল করেন।

শব্দার্থ

প্রিয়—যাহাকে ভাল লাগে, ভালবাসার যোগ্য। মহান—শ্রেষ্ঠ, উদার, মহৎ। প্রকৃত আসল। ব্যবসায়ী—যে ব্যবসা করে। ছিপ্‌ছিপে—লম্বা ও পাতলা। প্রখর—তীক্ষ্ণ, খুব ধারাল। প্রচুর—ঢের, অনেক। উপার্জন—রোজাগার। অত্যাচার পীড়ন।

গড়া—তৈরী। স্বাধীন—যে পরের অধীন নয়। সুখ্যাতি—সুনাম, খ্যাতি। ইন্তেকাল করেন—মারা যান।

অনুশীলনী

(ক) ১। কায়েদে আযমের প্রকৃত নাম কি ?

২। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ?

৩। "কায়েদে আযম" মানে কি ?

৪। কায়েদে আযম দেখিতে কেমন ছিলেন ?

৫। বিলাতে লেখাপড়া করিয়া তিনি কি হন ?

৬। দেশে ফিরিয়া তিনি কি কাজ শুরু করেন ?

৭। তখন কাহারা এদেশ শাসন করিত ?

৮। কায়েদে আযমকে জাতির পিতা বলা হয় কেন ?

৯। পাকিস্তান হইবার পর কায়েদে আযম কতদিন বাঁচিয়াছিলেন ?

(খ) ডান দিক হইতে শব্দ আনিয়া বাম দিকের খালি জায়গায় বসাও :—

১। করাচী একটি বড়—।	উপার্জন
২। জিন্নাহ্ পুঞ্জা একজন—ছিলেন।	প্রখর
৩। তখন ইংরেজরা এদেশ—করিত।	ব্যবসায়ী
৪। তিনি প্রচুর টাকা পয়সা—করিতে লাগিলেন।	শাসন
৫। তাহার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত—।	শহর

(গ) কথা বানাও :—

প্রচুর, স্বাধীন, অত্যাচার, ইন্তেকাল, ছিপ্‌ছিপে।

ইঁদুর ও সিংহ

পশুর রাজা সিংহ। একদিন এক সিংহ গুহার মধ্যে ঘুমাইতেছিল। একটা ইঁদুর সিংহের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। ইহাতে সিংহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উহার ভারী রাগ হইল। সে ইঁদুরটাকে ধরিয়া ফেলিল। উহাকে মারিয়া ফেলে আর কি। ইঁদুর ভয়ে কাতর হইয়া বলিল, "হুযুর, আপনি আমাদের রাজা। আমার বেয়াদবী হইয়াছে। আমাকে মাফ করুন। যদি পারি জীবন দিয়াও আপনার উপকার করিব।"

এই কথা শুনিয়া সিংহ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুই আমাকে হাসাইলি। তুই আমার কি উপকার করিবি? কি ক্ষমতা আছে তোর?"

অতি বিনয়ের সহিত ইঁদুর বলিল, "হুযুর, আমি তর্ক করিতে চাই না। ছোটও অনেক সময় বড়দের উপকারে আসে। আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন।" সিংহ ইঁদুরটাকে ছাড়িয়া দিল।

দিন যায়। একদিন ইঁদুর শুনিল সিংহ ভীষণ গর্জন করিতেছে। ইঁদুর ছুটিয়া গেল। দেখিল সিংহ একটা জালে আটকা পড়িয়া আছে। ইঁদুর বলিল, "হুযুর, আর গর্জন করিবেন না। একটু চুপ করিয়া থাকুন। গর্জন শুনিলে শিকারীরা আসিয়া পড়িবে। আপনাকে মারিয়া ফেলিবে।"

সিংহ চুপ করিয়া রহিল। ইঁদুর তাড়াতাড়ি জালের রশিগুলি কাটিয়া ফেলিল। সিংহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।

সে ইঁদুরকে অনেক ধন্যবাদ দিল আর বলিল, 'বন্ধু, আজ আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। ছোট বলিয়া কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই।"

শব্দার্থ

ক্ষমতা—শক্তি। বিনয়ের সহিত—নত বা নরম হইয়া। অবহেলা—উপেক্ষা, অবজ্ঞা। রক্ষা পাইল—বাঁচিল।

অনুশীলনী

(ক) ১। সিংহ কোথায় ঘুমাইতেছিল?

২। ইঁদুর কি করিতেছিল?

৩। ঘুম ভাঙিয়া গেলে সিংহ কি করিল ?

৪। ভয়ে কাতর হইয়া ইঁদুর কি বলিল ?

৫। সিংহ গর্জন করিতেছিল কেন ?

৬। সিংহ কি ভাবে বিপদ হইতে রক্ষা পাইল ?

৭। শেষে সিংহ ইঁদুরকে কি বলিল ?

(খ) নিজের কথায় গল্পটি বল।

(গ) কথা বানাও :—

বেয়াদবী, ক্ষমতা, বিনয়, রক্ষা, অবহেলা

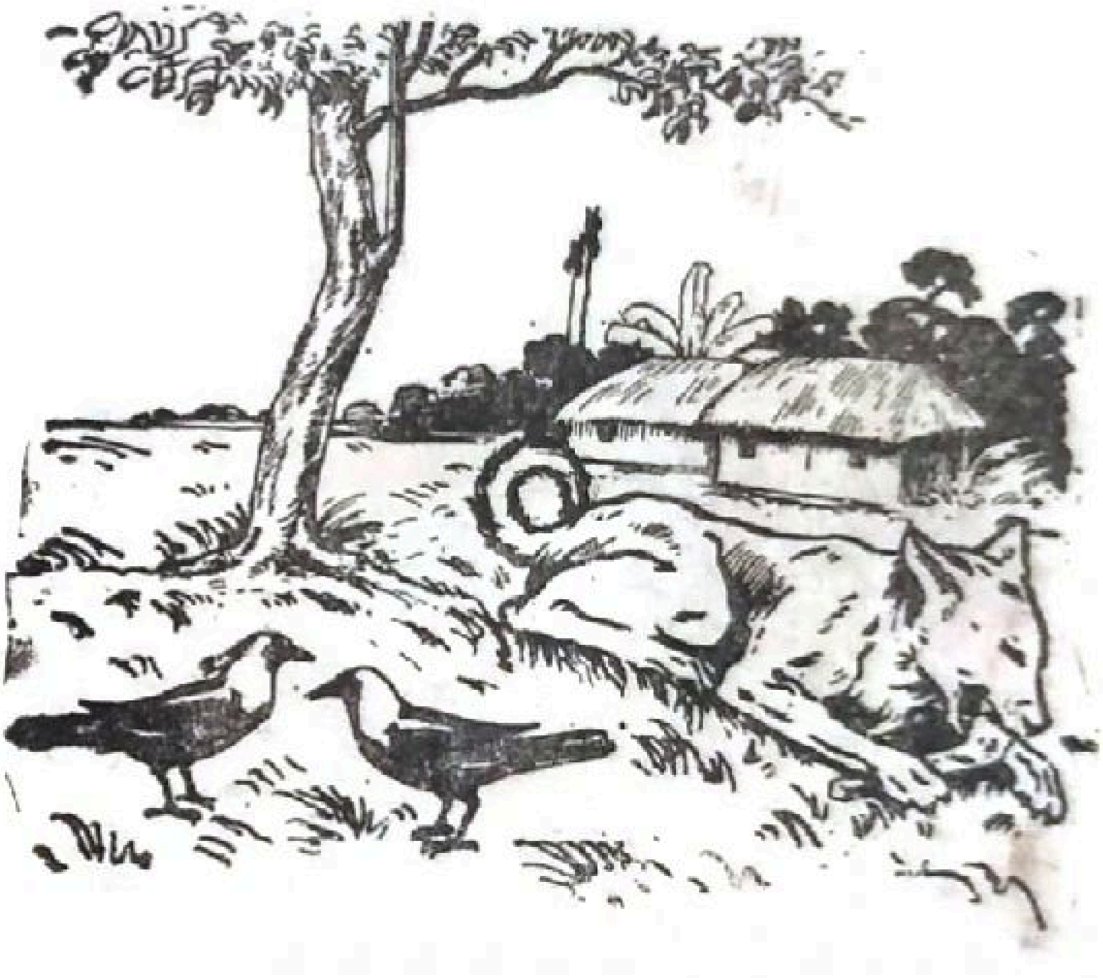
ছবির পড়া

(শিক্ষক মহোদয় নীচের ছবিগুলি এক এক করিয়া শিশুদের সম্মুখে ধরিবেন এবং ছবির নীচে প্রদত্ত প্রশ্ন দ্বারা গল্পটি সমাধান করিতে সাহায্য করিবেন। ছবিগুলির আলোচনা শেষ হইলে শিশুদিগকে গল্পটি বলিতে বলিবেন।)



১। ছবিতে কি কি দেখিতেছ ?

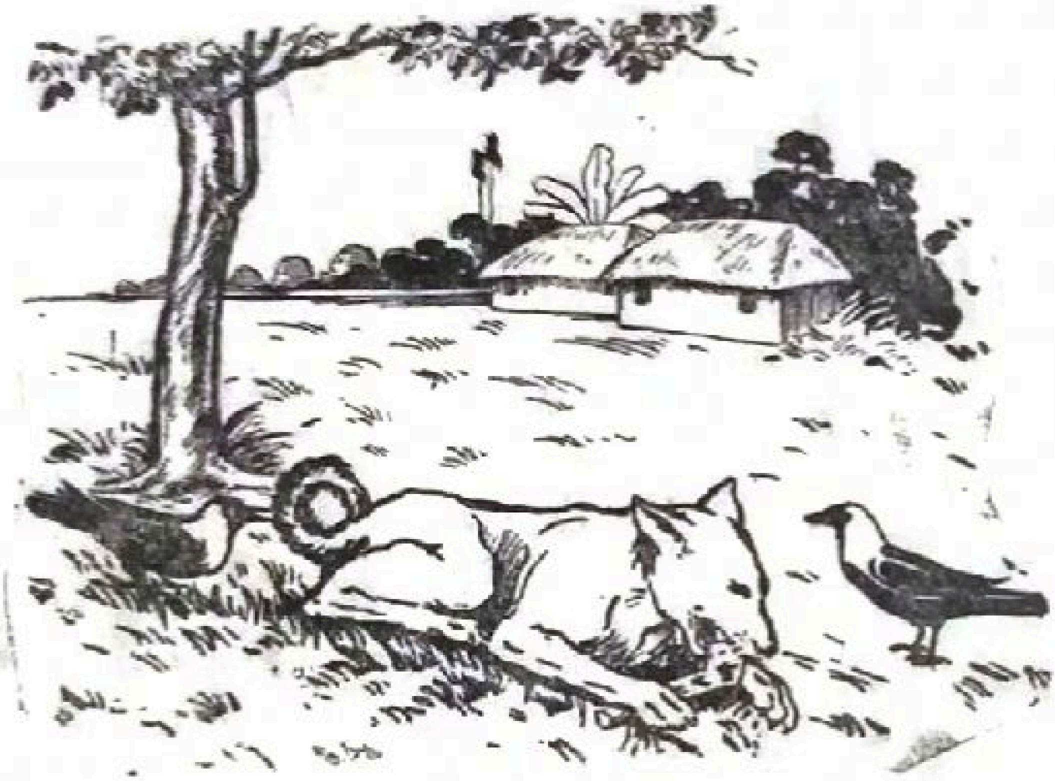
২। এখানে কে কি করিতেছে ?



১। ছবিতে কি কি দেখিতেছ ?

২। কাক দুইটি মুখামুখি বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে ?

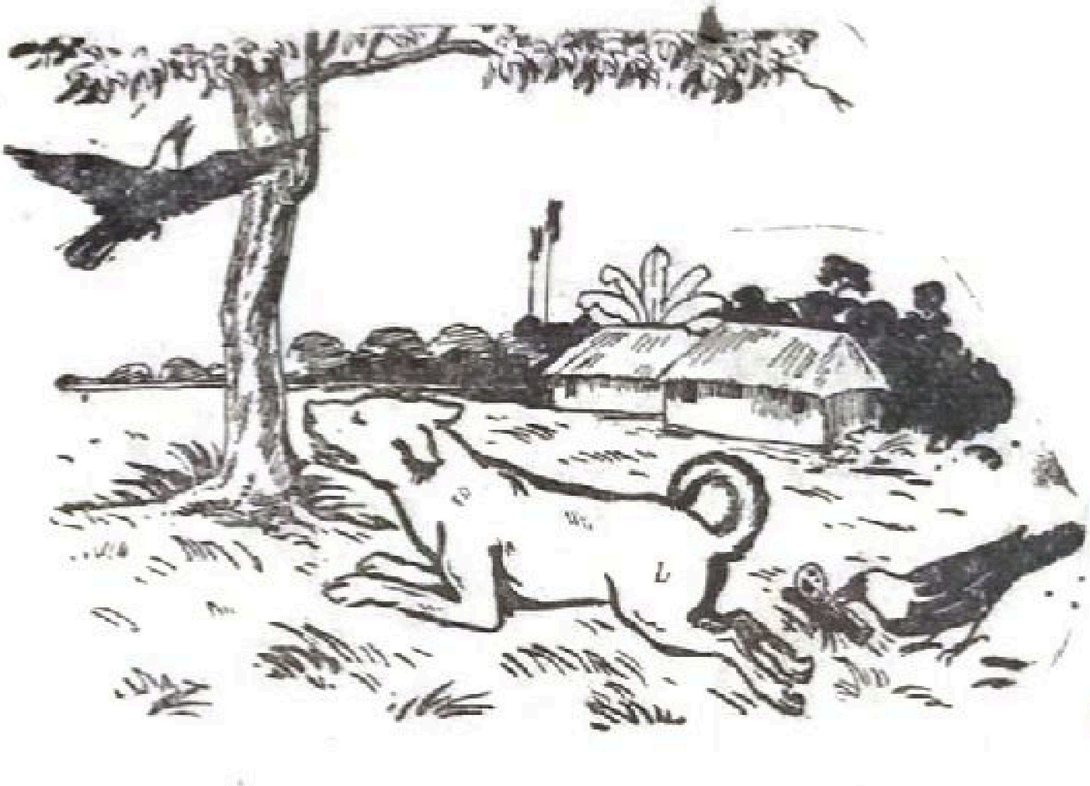
৩। কুকুরটি কি করিতেছে ?



১। ছবিতে কি কি দেখিতেছ ?

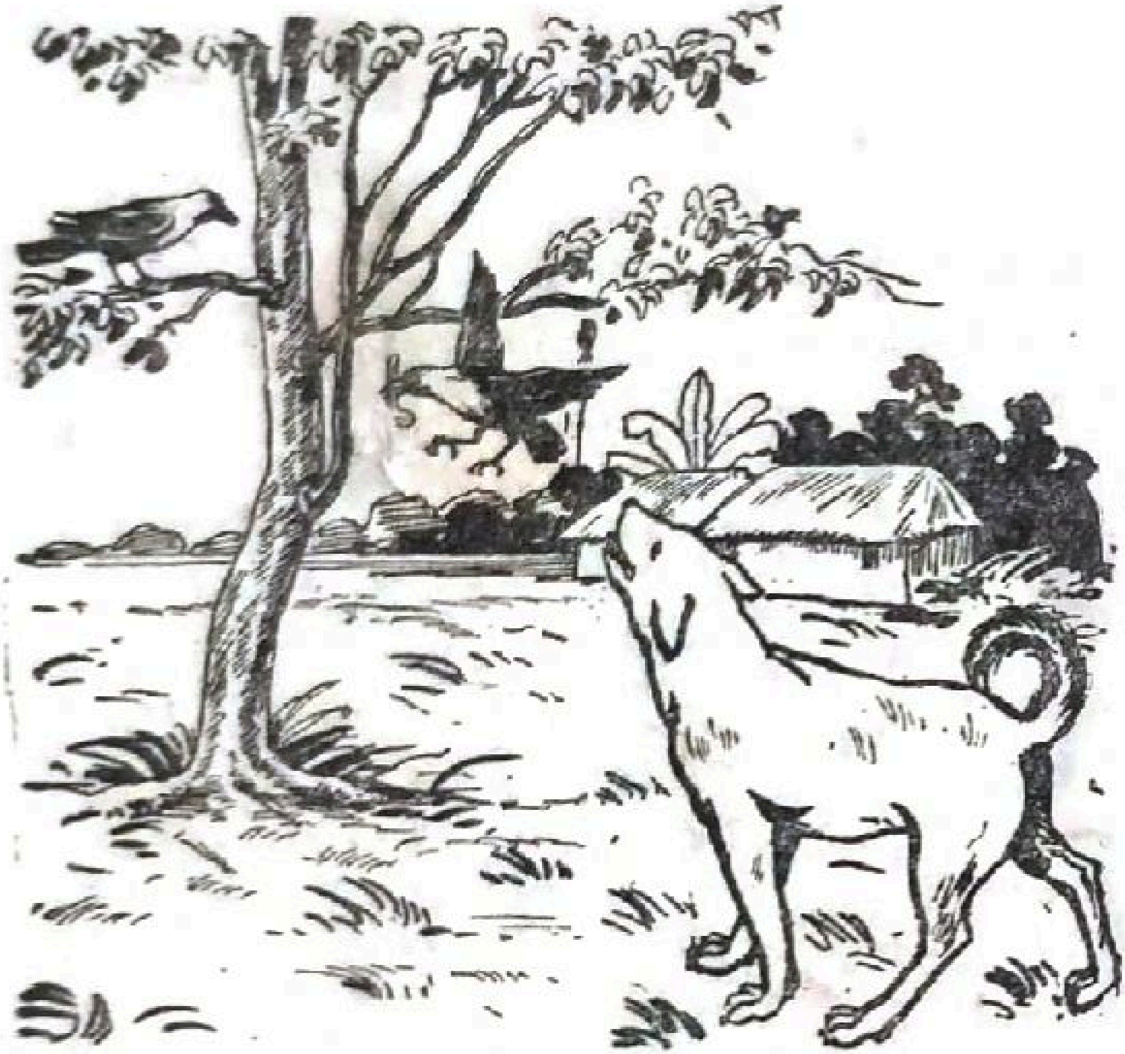
২। কাক দুইটি কুকুরের কোন্ কোন্ দিকে আছে ?

৩। একটি কাক কুকুরের লেজে ঠোকর দিতেছে কেন ?



১। ছবিতে কি কি দেখিতেছ ?

২। এখানে কে কি করিতেছে ?



১ কাক দুইটি কি করিতেছে ?

২। নীচে কুকুরটি কি করিতেছে ?

অনুশীলনী

১। এখন কথাগুলি সাজাইয়া গল্পটি বল।

২। গল্পটির একটি নাম দাও।



খোকার সাধ

আমি হব সকাল বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম বাগে
উঠব আমি ডাকি'।
সূর্যি-মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন"
মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে নাকো?

আমরা যদি না জাগি মা,
কেমনে সকাল হবে ?
তোমার ছেলে উঠলে মা গো,
রাত পোহাবে তবে ।"

(সংক্ষিপ্ত)

নজরুল ইসলাম

শব্দার্থ

কুসুম—ফুল। বাগ—বাগান। আলসে—অলস।

অনুশীলনী

(ক) ১। খোকা কি হইতে চায় ?

২। কার আগে সে জাগিয়া উঠিবে ?

৩। মা তখন রাগ করিয়া তাহাকে কি বলিবেন ?

৪। খোকা মাকে কি বলিবে ?

(খ) যে কথাটি ঠিক নয় তাহা কাটিয়া দাও :—

১। খোকা হইবে সকাল/বিকাল বেলার পাখী।

২। খোকা জাগিবে সূর্য উঠার আগে/পরে।

৩। পাখী জাগে সূর্য উঠার অনেক আগে/অনেক পরে।

৪। মা রাগ করিয়া / খুশী হইয়া বলিবেন, "ঘুমাও, এখনও সকাল হয় নাই।"

৫। খোকা বলিবে, "আমরা ঘুমাইলে/জাগিলে তবে রাত পোহাইবে।"



বাবু রাম সাপুড়ে

বাবু রাম সাপুড়ে।
কোথা যাস্, বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা,
দুটো সাপ রেখে যা।
যে সাপের চোখ নেই,
শিঙ নেই, নোখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না
কাউকে যে কাটে না।
করে নাকো ফোঁস ফাঁস
মারে নাকো ঢুঁশ ঢাঁশ,

আমার সাথী

নেই কোন উৎপাত,
খায় শুধু দুধ-ভাত—
সেই সাপ জ্যান্ত,
গোটা দুই আন্ ত,
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা,
ক'রে দিই ঠাণ্ডা।

—সুকুমার রায়।

শব্দার্থ

উৎপাত—অত্যাচার, উপদ্রব। জ্যান্ত—জীবিত।

অনুশীলনী

(ক) ১। সাপুড়ে কি করে?

২। সাপুড়ের কাছে কেমন সাপ চাওয়া হইতেছে?

৩। সে রকম সাপ পাইলে ছেলেটি কি করিবে?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(গ) কথা বানাও :—

ফোঁস ফাঁস, ঢুঁশ-ঢাঁশ, দুধ-ভাত, জ্যান্ত।

———

আমাদের ছোট নদী



আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ী,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিছি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে উঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে,
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর ভর
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে উঠে পাড়া।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শব্দার্থ

নাহিবার—গোসল করিবার। কালে—সময়ে। নাওয়া—গোসল, স্নান। খরতর—আরও দ্রুত। সাড়া—শোরগোল

অনুশীলনী

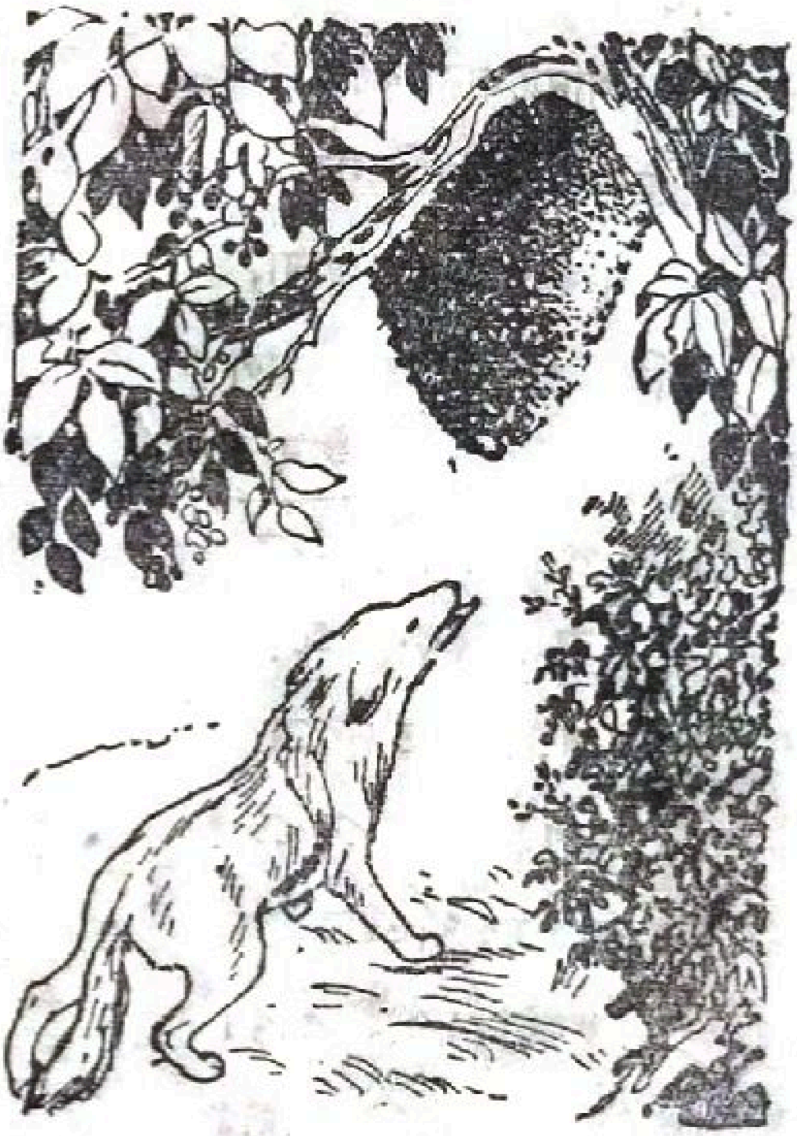
(ক) ১। ছোট নদীটি বৈশাখ মাসে কেমন হয়?
২। নদীটি আষাঢ় মাসে কিরূপ হয়?
৩। নদীটির কয়ধারে কাশবন?
৪। নাহিবার সময়ে ছেলে-মেয়েরা কি করে?
৫। নাওয়া হয়ে গেলে তারা কি করে?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(গ) তোমাদের বাড়ীর কাছে কোন নদী আছে কি? নদীটি গ্রীষ্মে ও বর্ষায় কেমন হয় বল।

———

চুরির ফল



আমড়া গাছের ঝোপের ভিতর
মৌমাছিদের বাসা,
মাঝখানে তার প্রকাণ্ড এক
চাক রয়েছে খাসা।

তাই না দেখে শেয়াল মশাই
মধু খাওয়ার তরে,
সেই পথেতে সকাল বিকাল
আনাগোনা করে।
রাত্রিবেলা মৌমাছি সব
ঘুমিয়ে আছে জানা,
একদিন তাই রাতে শেয়াল
মৌচাকে দেয় হানা।
যেমনি পড়া, মৌমাছি সব
বেজায় রকম তেড়ে—
উঠলো বলে, রাত দুপুরে
ঘরের ভেতর কে রে ?
চুরি করে মধু খাওয়ার
ফলটা দেখাই তবে।
এই না বলে চোর বেচারার
পড়ল ঘাড়ে সবে।
হুলের জ্বালায় ঝালাপালা
প্রাণটা রাখা ভার,



কাতর হয়ে বলে শেয়াল,
ছাড় না রে ভাই ছাড়।
পথ ভুলে ভাই এসেছিলাম
আমড়া গাছের কাছে,
তাই না হলে হেথায় আসে
এমন গাধাও আছে?

—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ।

শব্দার্থ

প্রকাণ্ড খুব বড়। আনাগোনা – আসা-যাওয়া হানা দেয়—আক্রমণ করে। হেথায়—এখানে। তরে—জন্য।

অনুশীলনী

(ক) ১। মৌচাকটা কোথায় ছিল ?

২। শিয়াল সকাল বিকাল সেই পথে আনাগোনা করিত কেন ?

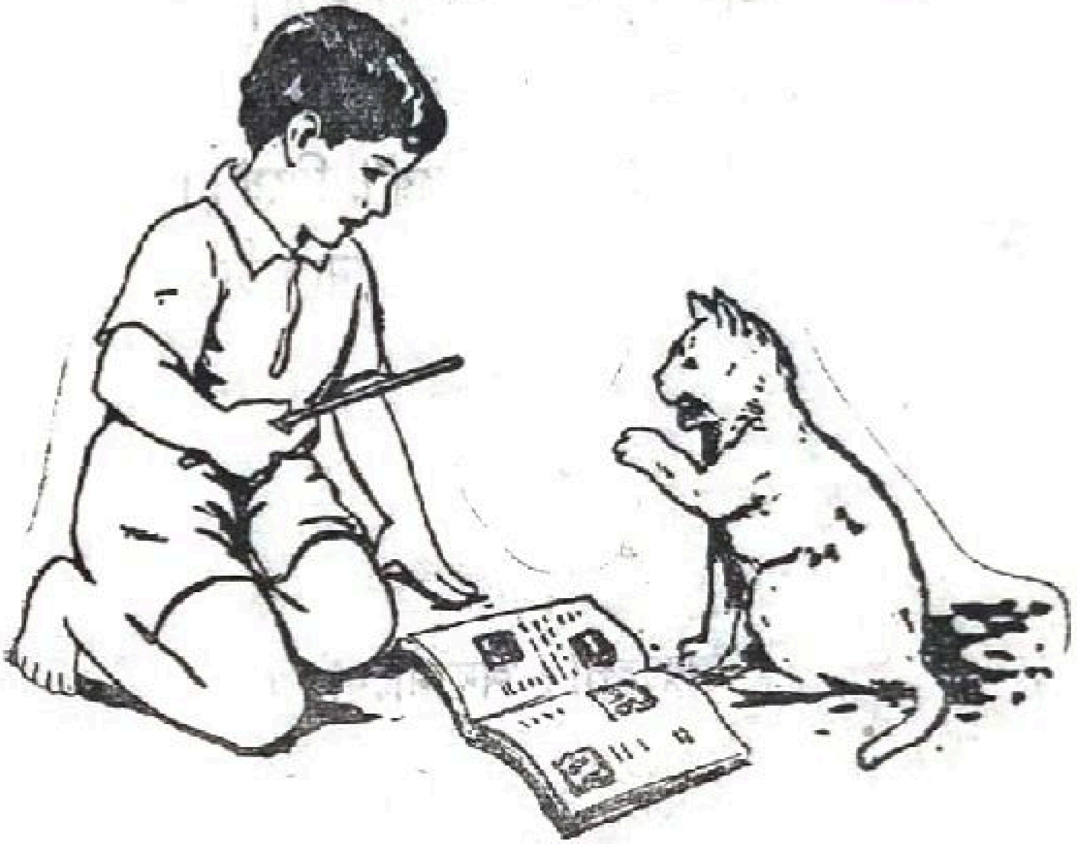
৩। শিয়াল কখন মৌচাকে হানা দিয়াছিল ?

৪। মৌমাছির তখন কি করিল ?

৫। হুলের জ্বালায় কাতর হয়ে শিয়াল কি বলিল ?

(খ) গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

আমি মাস্টার



আমি আজ কানাই মাস্টার
পড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছামিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরী করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা উঠিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি শোন্‌, শোন্‌।

দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখাপড়ায় ভারী অবহেলা।
আমি বলি চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,
ও কেবল বলে – মিয়োঁ, মিয়োঁ।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শব্দার্থ

অবহেলা—অমনোযোগ।

অনুশীলনী

(ক) ১। কে বলিতেছে, "আমি আজ কানাই মাষ্টার"

২। তার ছাত্র কে?

৩। সে কাঠি নিয়ে বসে কেন?

৪। ছাত্রটি দিনরাত কি করে?

৫। পড়িতে বলিলে বেড়াল-ছানাটি কি বলে?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

মামার বাড়ী



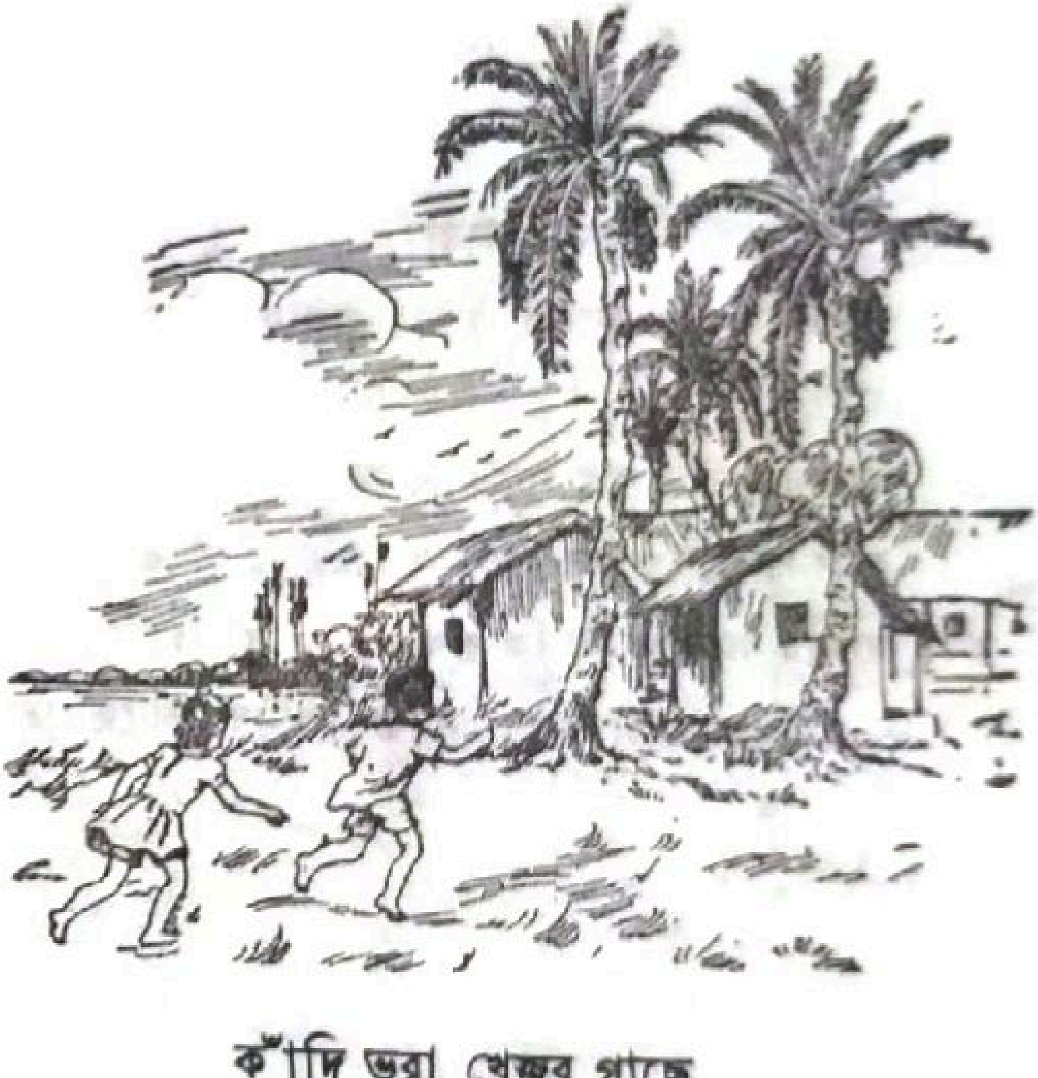
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ী যাই।
মামার বাড়ী পদ্ম পুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হ'তে ওপার গিয়ে
নাচে ঢেউয়ের দল
দিনে সেথায় ঘুমিয়ে থাকে
লাল শালুকের ফুল,
রাতের বেলা চাঁদের সনে
হেসে না পায় কূল।

আম কাঁঠালের বনের ধারে
মামার বাড়ীর ঘর,
আকাশ হ'তে জোছনা কুসুম
ঝরে মাথার 'পর।
রাতের বেলা জোনাক জ্বলে
বাঁশ বাগানের ছায়,
শিমুল গাছের শাখায় বসে
ভোরের পাখী গায়।



ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,

পাকা জামের শাখায় উঠে
রঙিন করি মুখ।



কাঁদি ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে,
ছেলেমেয়ে আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চলে।

—জসীম উদ্‌দীন

শব্দার্থ

সনে—সাথে। কুসুম—ফুল। ছায়—ছায়ায়।
শাখা—গাছের ডাল।

অনুশীলনী

(ক) ১। ছেলেমেয়েরা ফুলের মালা গলায় দিয়া কোথায় যাইবে ?

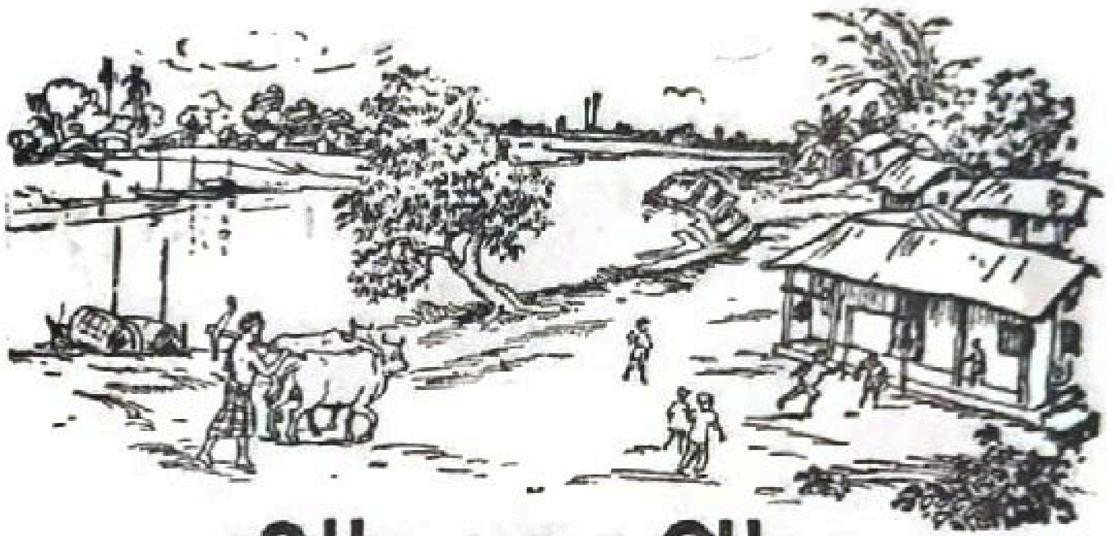
২। মামার বাড়ীর পদ্ম পুকুর কেমন ?

৩। লাল শালুকের ফুল দিনে ও রাতে কি করে ?

৪। মামার বাড়ীতে কি কি সুখ পাওয়া যায় ?

(খ) তোমার মামার বাড়ীতে যে সমস্ত জিনিষ আছে তাহা বর্ণনা কর।

(গ) কবিতাটি আবৃত্তি কর



আমাদের গ্রাম

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সব মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দীঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে,
পাখী ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

— বন্দে আলী মিঞা

শব্দার্থ

সেথা—সেখানে। কিরণ—আলো। রবি—সূর্য।

অনুশীলনী

(ক) ১। আমাদের ছোট গাঁয়ে আমরা সবাই মিলে কেমন ভাবে থাকি ?

২। আমাদের ছোট গ্রাম কাহার সমান ?

৩। সেখানে কি কি জিনিষ পাওয়া যায় ?

৪। গ্রামে আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ-ঝাড় মিলেমিশে কেমন ভাবে আছে ?

(ক) তোমার নিজ গ্রামে যে সমস্ত জিনিষ আছে তাহা বর্ণনা কর।

(গ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

—·—

সিংহ

সিংহ আমি, বনের রাজা,
কেশর আছে ঘাড়ে,
আমার বাসা গহন-ঘন
বন-পাহাড়ের ধারে
হেলে দুলে চলি আমি
রাজার মতো চালে,
আমায় দেখে পশুর দলে
পালায় পালে পালে।



গুরু গভীর আওয়াজটা মোর
শুনলে পরে কেহ,

ভয়ের চোটে ঠক্‌ঠকিয়ে
কাঁপতে থাকে দেহ।
মাংস খেতে ভালবাসি
তাই তো খিদে পেলে,
সাবাড় করি মানুষ, পশু
আমার কাছে গেলে।

—সুনির্মল বসু।

শব্দার্থ

কেশর - সিংহ ইত্যাদি পশুর ঘাড়ের লোম। গহন—গভীর। গুরু-গভীর—অতি গম্ভীর। দেহ—শরীর। সাবাড়—শেষ।

অনুশীলনী

(ক) ১। বনের রাজা কে?
২। সিংহ কোথায় থাকে?
৩। সে কিভাবে চলে?
৪। তাহার আওয়াজ কেমন?
৫। তাহার ডাক শুনিলে বনের অন্য পশুদের কি দশা হয়?
৬। সে কি খাইতে ভালবাসে?
৭। খিদে পেলে সে কি করে?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

কাজের লোক



"মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি' নাচি,
দাঁড়াও না একবার ভাই।"
"ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় তো নাই।"



'ছোট পাখী, ছোট পাখী,
কিচিমিচি ডাকি ডাকি,'
কোথা যাও বলে যাও শুনি।"

"এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণ লতা,
আপনার বাসা আগে বুনি।"



"পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।
"শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিল্ পিল্ চলি।"

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

[শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের দ্বারা শ্রেণীতে কবিতাটির অভিনয় করাইবেন।]

৬—

শব্দার্থ

আহরণে—যোগাড়ে। তৃণ—ঘাস। সঞ্চয়—ব্যবস্থা, সংস্থান। বুনি—তৈয়ার করি।

অনুশীলনী

(ক) ১। মৌমাছির দাঁড়াইবার সময় নাই কেন?

২। ছোট পাখী একটু থামিয়া খোকার সঙ্গে কথা বলিতে চাহে না কেন?

৩। পিপীলিকা কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে?

৪। কাজের লোক কাহারা?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

ছুটি



মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’,
বাদল গেছে টুটি’
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।



কেয়া পাতায় নৌকা গড়ে,
সাজিয়ে দেবো ফুলে,
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেবো,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু,
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শব্দার্থ

বাদল—বর্ষা, বৃষ্টি। কেয়া—কেতকী ফুল। ধেণু—দুধালো গাই। বেণু—বাঁশী।

অনুশীলনী

(ক) ১। ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইবে?

২। কি দিয়ে নৌকা তৈয়ার করিবে?

৩। নৌকা কোথায় ভাসাইবে?

৪। তাহারা রাখাল ছেলের সঙ্গে কি করিবে?

৫। তাহারা গায়ে কি মাখিবে?

(খ) ছুটির দিনে তোমার কি কি করিতে ইচ্ছা হয় বল।

(গ) ডান দিক হইতে ঠিক শব্দটি আনিয়া বাম দিকের খালি জায়গায় বসাও :—

১ মেঘের কোলে—হেসেছে।	বেণু, বনে
২। —হারিয়ে কোন্—যাই।	রেণু
৩। চরাব আজ বাজিয়ে—।	রোদ
৪। মাখব গায়ে ফুলের—।	পথ

(ঘ) কবিতাটিতে কোন্ কালের কথা বলা হইয়াছে?

শরৎকালে আকাশ কেমন থাকে?

['ছুটি' শরৎকালের একটি গান। গানটি তোমরা গাইতে শিখিও।]

———



ঈদের দিনে

আজ আমাদের রাত পোহাল
ঈদের খুশী ল'য়ে,
চারদিকেতে আনন্দেরই
ঢেউ যেতেছে ব'য়ে
রঙ বেরঙের পোশাক পরি'
মাথায় টুপি দিয়ে,
ঈদের নামায পড়ব আজি
ময়দানেতে গিয়ে।
ছোট বড়র নাই ভেদাভেদ
সমান সবে আজি,
আজ মিলনের বেহেশ্‌তী সুর
উঠছে সদা বাজি'।

নওয়াব-নফর, বাদশা-ফকির,
এক সারিতে মিলে,
পড়বে নামায, তার পরেতে
মিলবে দিলে দিলে।
হল্লা ক'রে ফিরব মোরা
সবার ঘরে ঘরে,
ফিরনী, পোলাও, কোর্মা খাব
যার যা মনে ধরে।
সবার দুয়ার খোলা আজি
কোথাও নাই মানা,
খঞ্চা ভ'রে বিলাব আজ
নানা রকম খানা।
দু'হাত তু'লে খোদার কাছে
করব মুনাযাত,
জীবন ভরে ঈদের খুশী
বহুক দিবারাত।

—আহ্সান হাবীব

শব্দার্থ

ভেদাভেদ—পার্থক্য, তফাৎ। নফর—চাকর। দিলে দিলে—প্রাণে প্রাণে। দিবারাত—দিনরাত, সর্বদা, সব সময়।

অনুশীলনী

(ক) ১। আজ চারিদিকে আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে কেন?

২। আজ ময়দানে গিয়া কি করিব?

৩। নামায পড়ার পর কি করিব?

৪। ঈদের দিনে তোমরা কি কি খাও?

৫। ঈদের দিনে খোদার কাছে কি মুনাযাত করিব?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(গ) কথা বানাও :—

রঙ বেরঙ, ভেদাভেদ, হল্লা, থক্কা।

———



খোকার আকাঙখা

গাড়ী ঘোড়ায় চড়ব বলে পড়ব না মা বই,
কি হবে আর আমি যদি মস্ত ধনী হই।
বিদ্যে হ'লে কিনব না মা মস্ত জুড়ি গাড়ী।
চলব নাকো মোটর হেঁকে পথের ধূলো নাড়ি
রাস্তা দিয়ে যায় ছুটে মা বড় লোকের দল,
উড়িয়ে ধুয়ো ছড়িয়ে ধুলো করিয়ে কোলাহল।
লেখাপড়া শিখব মা গো কিনব নাকো গাড়ী,
গড়ব নাকো মস্ত বড় আকাশ ছোঁয়া বাড়ী।
সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবার সনে,
গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে ভাই-বোনে।

সবার সুখে হাসব আমি, কাঁদব সবার দুঃখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে।
আমার বাড়ীর ফুল-বাগিচা, ফুল সকলের হবে
আমার ঘরে মাটির প্রদীপ আলো দিবে সবে।

—জসীম উদ্‌দীন।

৩৪ ৩৫

শব্দার্থ

আকাঙ্খা—ইচ্ছা। মস্ত—খুব বড়। জুড়িগাড়ী—দুই ঘোড়ার গাড়ী। কোলাহল -গোলমাল। অনাহারী—যে খায় নাই। বাগিচা—বাগান। প্রদীপ -ঠোঁট ওয়ালা বাটি—যাহাতে তেল সলিতা দিয়া আলো জ্বালা হয়।

অনুশীলনী

(ক) ১। খোকার আকাঙ্খা কি?

২। সে ধনী হইতে চায় না কেন?

৩। সে কি হইতে চায়?

৪। সে কোথায় ঘর বাঁধিয়া থাকিতে চায়?

৫। সে কাহাদের সঙ্গে বাস করিতে চায়?

৬। সে কাহাদের মুখে খাবার দিতে চায়?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

———



তই তই তই

সন্ধ্যা ঘনায়ে এলো বেলা গেল ঐ
কোথা গেল হাঁসগুলি,
তই তই তই।
আঁধার নামিছে ধীরে বালুচরে নদী তীরে,
বেলা গেল, কোন দূরে কত চেয়ে রই ?
আয় ঘরে তই তই।
তই তই তই।
সকালে ভাসিয়'ছিল হাঁস ঝাঁকে ঝাঁক,
ডেকে ছিল দূর বাঁকে পাঁক পাঁক পাঁক।

সারা দিন ব'য়ে গেল এখনো না ফিরে এলো
কোথা ডাকি, কই গেলো কার কাছে কই।
কই গেল—আয় আয়
তই তই তই।

তই তই তই তই আয় ঘরে আয়,
ঐ উড়ে, কুর-কর ডাকে কুররায়।
হুঁয়া হুঁয়া ঐ ডাকে শেয়াল পড়িবে ঝাঁকে,
আয় ঘরে তাড়াতাড়ি তই তই তই।

—রওশন ইজদানী।

শব্দার্থ

ঘনায়ে এলো—কাছাইয়া আসিল।
বয়ে গেল—বহিয়া গেল, চলিয়া গেল।

অনুশীলনী

(ক) ১। তই তই করিয়া কে কাহাকে ডাকিতেছে?
২। কেন ডাকিতেছে?
৩। কুররা ও শিয়ালের সঙ্গে হাঁসের দেখা হইলে কি হয়?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

———



বনভোজন

নুরু, পুশি, আয়শা, শফী—সবাই এসেছে,
আম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।
রাঁধুনীদের শখের রাঁধার পড়ে গেছে ধুম,
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
বাপ-মা তাদের ঘুমিয়ে আছে এই সুবিধা পেয়ে,
বনভোজনে মিলিছে আজ দুষ্ট ক'টি মেয়ে।
ব'সে গেছে সবাই আজি বিপুল আয়োজনে,
ব্যস্ত সবাই আজকে তারা ভোজের নিমন্ত্রণে।

কেউবা বসে হলদি বাটে, কেউ বা রাঁধে ভাত,
কেউবা বলে—তুড়রি ছাই, পুড়ে ও গেল হাত।
বিনা আগুন দিয়েই তাদের হচ্ছে যদিও রাঁধা,
তবু সবার দুই চোখেতে ধোঁয়া লেগেই কাঁদা।
কোর্মা পোলাও কেউ ব রাঁধে, কেউ বা চাখে নুন
অকারণে বারে বারে হেসেই বা কেউ খুন।
রান্না তাদের শেষ হল যেই গিন্নী হল নূরু,
এক লাইনে বসে সবাই করল খাওয়া শুরু।
ধূলো-বালির কোর্মা, পোলাও, আর সে কাদার পিঠে,
মিছামিছি খেয়ে সবাই বলে "বেজায় মিঠে!"
এমন সময় হঠাৎ আমি যেই পড়েছি এসে,
পালিয়ে গেল দুষ্টুরা সব খিলখিলিয়ে হেসে।

— গোলাম মোস্তফা।

শব্দার্থ

ভোজ—ভোজন উৎসব। বিপুল—বড়
নিমন্ত্রণ—দাওয়াত। বেজায়—অত্যন্ত, খুব।

অনুশীলনী

(ক) ১। নূরু, পুশি, আয়েশা শফী কোথায় খেলা করিতেছিল?
২। তাহারা কি খেলা খেলিতেছিল?

৩। সেই সময় কোন্ মাস ছিল ?

৪ তাহারা কি কি রান্না করিতেছিল ?

৫। কে গিন্নী সাজিয়াছিল ?

৬। সবাই কি ভাবে বসিয়াছিল ?

৭। তাহারা হাসিয়া পলাইয়া গেল কেন ?

(ক) "বনভোজন" কাহাকে বলে ?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।



খুকীর সম্পত্তি

শিউলী নামের খুকীর সনে আলাপ আমার
অনেক দিনের থেকে,
হাসি খুশী মিষ্টি মিশি অনেক কথা
কই যে তারে ডেকে।
সে দিন তারে কইনু খুকী, কি কি জিনিষ
কওত তোমার আছে।
সগৌরবে বলল, অনেক—অনেক কিছু
আছে তাহার কাছে।
সাতটা ভাঙা পেন্সিল আর নীল বরণের
ভাঙ্গা দু'খান কাঁচ,

মারবেল আছে তিনটে তাহার, কড়ি আছে
গণ্ডা ছ' কি পাঁচ।
ডলি পুতুল, মিনি পুতুল, কাঠের পুতুল,
মাটির পুতুল আর—
পুঁতির মালা, রঙীন ঝিনুক আরও অনেক
খেলনা আছে তার।
আছে তাহার পাতার বাঁশী, টিনের উনুন
শোলার পাখীর ছা,
সাতটা আছে ঝুমঝুমি তার, আর আছে তার
একটি খেলার মা।

—জসীম উদ্‌দীন।

শব্দার্থ

সম্পত্তি—ধন। সগৌরবে—গর্বের সহিত। বরণ—বর্ণ। উনুন—চুলা।

অনুশীলনী

(ক) ১। খুকীর নাম কি?

২। তাহার কয়টা মার্বেল ও কয়টা কড়ি আছে?

৩। তাহার পুতুলগুলির নাম বল।

(খ) খুকীর কি সম্পত্তি আছে নিজের কথায় বল।

———



বরষার ঝর ঝর

বরষার ঝর ঝর সারাদিন ঝরছে,
মাঠ ঘাট থই থই খাল বিল ভরছে।
গুরু গুরু ডাকে দেয়া
ফুটিছে কদম কেয়া,
ময়ূর পেখম খুলে সুখে তান ধরছে,
বরষার ঝর ঝর সারাদিন ঝরছে।
কাক চিল ডাক ছাড়ে ভিজে ম'ল হায় রে!
এমন বাদল দিনে বাহিরে কে যায় রে!
ডাকে ব্যাঙ জল ধারে
থেকে থেকে বারে বারে,
গিজ্ গিজে কেঁচোগুলো কিলবিল নড়ছে,
বরষার ঝর ঝর সারাদিন ঝরছে।

ভেজা কাক ডালে বসে, চোখে তার ঢুলুনি,
ঝড়ো হাওয়া থেকে থেকে দেয় তারে দুলুনি।



চলে চাষা টোকা মাথে
আলপথে লাঠি হাতে,
ভুঁই ভরা ধান দেখে বুক তার ভরছে,
বরষার ঝর ঝর সারাদিন ঝরছে।

(সংক্ষিপ্ত)

—ফজলুর রহমান।

শব্দার্থ

পেখম—ময়ূর ইত্যাদির লেজ। তান—সুর। ম'ল—মরিল। টোকা—মাথাল। ভুঁই—ভূমি, ক্ষেত। আল—ক্ষেতের আইল।

অনুশীলনী

(ক) ১। বর্ষার দিনে কি কি ফুল ফোটে ?

২। মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূর কি করিতেছে ?

৩। কাক চিল কি করিতেছে ?

৪। জলের ধারে কে ডাকে ?

৫। চাষা কি ভাবে কথায় চলিয়াছে ?

(খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর

(গ) বর্ষার দিনে কিরূপ অবস্থা হয় বল।

Session 1962-63